দশমঃ স্কন্ধঃ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥
২। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা॥

১-২। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—আত্মজে (পুত্ররূপে আত্মজত্বেন শ্রীকৃষ্ণে) উৎপন্নে জাতাহ্লাদঃ মহামনাঃ (উদারচিত্তঃ) নন্দঃ তু স্নাতঃ শুচিঃ অলঙ্কৃতঃ বেদজ্ঞান্ বিপ্রান্ আহূয় স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা (পাঠয়িত্বা) বিধিবৎ আত্মজস্য জাতকর্ম্ম (জন্মানন্তর কর্ত্তব্যকার্য্য) তথা পিতৃদেবার্চ্চনং কারয়ামাস।

১-২। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীনন্দ পুত্র জন্মালে পরমানন্দিত হয়ে স্নান-তিলক-আচমনীয়াদি করত শুদ্ধ হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডেকে স্বস্তিবাচন পূর্বক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সহকারে পুত্রের জাত-কর্ম করালেন।

১-২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ নন্দস্ত্বিতি যুগ্মকম্। নন্দয়তি জগদিতি শ্রীনন্দস্য যথার্থ-সংজ্ঞত্বং দর্শয়ন্, তুশব্দোক্তমৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানাৎ শ্রীবসুদেবাদপি শুদ্ধবাৎসল্যরীত্যা সৌভাগ্যভরমভিব্যঞ্জয়তি—আত্মজ ইত্যাদিনা কুরূদ্বহেত্যন্তেন। অতঃ শ্লাঘিষ্যতে চ রাজ্ঞা 'নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্' (শ্রীভা॰ ১০।৮।৪৬-৪৭) ইত্যাদিভ্যাম্ আত্মজ ইতি। অত্রাত্মজত্বমুৎপন্নত্বমাত্মজত্বেনোৎপন্নত্বমিত্যর্থত্রয়ং প্রত্যেকান্বয়াভ্যাং ব্যজ্যতে—নীলোৎপলবৎ, তচ্চান্যথাপ্রতিপত্তি-নিরাসার্থম্। তত্রাত্মজত্বং পুত্রভাবেনাত্মনি প্রাদুর্ভূতত্বমেব, নান্যৎ তৎ খলু 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ' (শ্রীভা॰ ১০।২।১৬), 'ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশম্' (শ্রীভা॰ ১০।২।১৮) ইত্যাদিবৎ শ্রীনন্দযশোদয়োরপি গম্যতে। 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' (শ্রীশ্বে ৬।২৩) ইত্যাদেঃ, 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' (শ্রীব্র সূ ৩।৩।৫৪ সূ, মধ্বভাষ্যধৃত-মাঠর-শ্রুতিঃ) ইত্যাদেশ্চ শ্রুতেঃ; তথা 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (শ্রীভা॰ ১১।১৪।২১) ইতি শ্রীভগবদুক্তেশ্চারাদ্ভবিষ্যতে, তাদৃশপ্রেমাস্পদতয়া পরমপুরুষার্থরূপায় তৎপ্রকট্যায় সতত-তন্নমস্ত্বলক্ষণভক্তেরাবশ্যকত্বাৎ শ্রীনারদ-পূর্ব্বজন্মনি শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদিষু চ দৃষ্টত্বাৎ, 'তৎক্রতু'-ন্যায়েন 'যে যথা

মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (শ্রীগী০ ৪।১১) ইতি শ্রীভগবদুপনিষৎ প্রামাণ্যেন চ তৎপ্রাকট্যবিশেষায় তদ্বিশেষস্য চাপেক্ষিতত্বাৎ। অনয়োরেতাদৃশভক্তিদিগ্দর্শনং তু ব্রহ্মস্তবে করিষ্যতে। এতদেবাহ—মহামনা ইতি। অত্যন্ত-তাদাত্ম্যাপত্ত্যা মহান্ শ্রীকৃষ্ণ এব মনো যস্য, তদ্ধারণসামর্থ্যেন মহৎ মনো যস্য ইতি বা; 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভা০ ৬।১৮।১২) ইত্যুক্তানুসারেণ মহা-মনস্ত্বং খল্বত্রৈব মুখ্যং যত্রৌদার্য্যাদয়োঽপি গুণা অন্তর্ভবন্তীতি উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শ্রীযশোদায়া অপি বক্ষ্যতে চ। 'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮।৪৬) ইতি। তদেবমনয়োস্তয়োশ্চাত্মনি তস্য জাতত্বে সমানেঽপি 'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে' ইতি ন্যায়েনাস্তি বিশেষঃ। তয়োশ্চতুর্ভুজত্বেনানয়োর্দ্বিভুজত্বেন ইতি। অথোৎপন্নত্বং নাম চ বহিস্তাদৃশপ্রাকট্যমেব, ন তু জীববৎ প্রকারান্তরং, তচ্চানয়োস্ততো নির্ব্বিশেষমেব, প্রত্যুত পুত্রতয়োৎপন্নত্বে ত্বস্তি বিশেষোঽপি পুত্রত্বব্যঞ্জিকয়াকৃত্যা প্রকৃত্যা চানয়োঃ প্রাকট্যাৎ, তয়োস্তু পুত্রত্বাপ্রত্যায়িকয়া তয়া তয়া চ প্রাকট্যাৎ, তচ্চ যুক্তম্, অনয়োরেব প্রীতেঃ শুদ্ধপিতৃভাবময়ত্বাদুৎকৃষ্টত্বাচ্চ। তত্তু নন্দস্ত্বিত্যাদিনা তু-শব্দ ব্যক্তবৈশিষ্ট্যে-নাত্র দর্শ্যতে। পরপরত্র চ দর্শয়িষ্যতে, তয়োস্ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানাচ্ছন্নমেব বিদিতোঽসীত্যাদিনা তদ্দর্শিতং তাদৃশভাবং বিনা তু শ্রীবরাহদেবস্য, ন ব্রহ্মপুত্রত্বেন শ্রীকৃষ্ণদেবস্য চ নোত্তরাপুত্রত্বেন প্রসিদ্ধিঃ, তয়োস্তস্য নাভিমানোঽপি। তস্মাৎ সর্ব্বাংশেন শ্রীনন্দস্যাত্মজত্বেনোৎপন্নোঽসৌ ক্রিয়য়া ত্বন্যাস্পৃষ্টতয়ৈব বক্ষ্যতে—আহুয়েত্যাদিগ্রন্থেন। অতএব শ্রীগর্গেণৈবাত্র প্রধানতা বক্ষ্যতে চ—'প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৪) ইতি, শ্রীব্রহ্মণাপি স্বপুরুষার্থতা সমর্থয়তা 'নৌমীড্য তে' ইত্যাদৌ 'পশুপাঙ্গজায়' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১) ইতি সর্ব্বতো বৈশিষ্টেন ভগবতা শ্রীশুকেন চ 'নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ' (শ্রীভা০ ১০। ৯।২১) ইতি। আগমবিদ্ভিরপি 'সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ো দেবতা' ইতি। তস্মান্নন্দস্যাত্মজ উৎপন্ন ইত্যেবোক্তং, ন তু নন্দস্যাত্মজং মত্বেতি, অতোঽত্র মায়াজন্ম চ শ্রীবসুদেবাদৌ ব্যাজমাত্রায়ৈব, তত্রাপ্যস্যৈ-বান্তরঙ্গত্বং জাতম্। তস্যা মাতুরুদরান্তরে স্থিতিরস্য তু হৃদয় ইতি তদেবং সমানমাতৃকত্বেনৈব বিষ্ণোরনুজাত্বেন সা প্রোক্তা। তদেবং স্থিতে যদা স্বাবির্ভূতচতুর্ভুজ রূপাচ্ছাদনায় শ্রীদেবকীচ্ছা জায়তে, তদা যশোদাহৃদয়স্থ দ্বিভুজ-রূপস্য তদ্রূপাচ্ছাদনপূর্ব্বকাবির্ভাবস্তত্রাসীদিতি গম্যতে। অতএব 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্ত-বাত্মজঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৪) ইতি স্বপ্রোক্তসমাধানার্থং শ্রীগর্গেণ পুনর্বক্ষ্যতে—'বহূনি সন্তি রূপাণি নামানি চ সুতস্য তে' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৫) ইতি। অথ পূর্ব্ববদগর্গবাক্যেন চ শ্রীনন্দযশোদয়োরভিমত্যা সিদ্ধান্তগত্যা চ শ্রীকৃষ্ণে নিজাত্মজত্বং মুখ্যত্বেনৈব স্থাপিতঃ, দেব্যান্ত তত্তদাত্মনানুভূতং বৃত্তং নিশ্চিন্বতোঃ শ্রীবসুদেব-দেবক্যাস্তত্তদভাবাদুপগুহ্যাত্মজামিত্যস্মিন্নিব ন গৌণত্বেনেতি বিবেচনীয়ম্। তদেবং সিদ্ধান্তে স্থিতে মহোৎ-সবানুকূল্যেন তদেব প্রথয়িষ্যামঃ। পুত্রে চোৎপন্নে জাতাহ্লাদ ইতি ন কেবলং পুত্রো জাতঃ, কিন্ত্বাহ্লাদোঽপি জাত ইতি সহোক্তিঃ, পুত্রব্যাজেনাহ্লাদ এব জাত ইত্যুৎপ্রেক্ষা, স্বতঃ সম্ভবি-বস্তুনা ব্যজ্যতে, তে চাহ্লাদস্য প্রাচুর্য্যং ধ্বনয়ত ইত্যালঙ্কারিকাঃ, এতচ্চ মহোৎসববৈশিষ্ট্যে হেতুঃ। বিশেষতঃ প্রান্তি পূরয়ন্তি কামানিতি বিপ্রাস্তান্, তত্রাপি বেদজ্ঞান্ জাতকর্ম্মাদি-বৈদিকবিধিসম্যগ্বিদঃ শ্রোত্রিয়ান্; 'যাবতীর্বৈ দেবতাঃ, সর্ব্বাস্তা

বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। শুচির্বৈষ্ণবতিলকাচমনাদিনা বিশেষতঃ পবিত্রঃ সন্ জাতকর্ম্ম 'ভূস্ত্বয়ি' ইত্যাদিমন্ত্রৈর্মেধাজননাদি-কর্ম্মময়ং বৈদিককর্মবিশেষং তৈঃ বিপ্রৈঃ প্রযোজ্যকর্ত্তৃভিঃ কারয়ামাস, তেষামেব তত্তৎকর্ত্তৃত্ববিধানাৎ। তত্র চ 'কর্ম্মফলং প্রযোক্তরি' ইতি ন্যায়াৎ ফলং তস্যৈব। বৈ ইতি পাঠে তচ্চ প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। বিধিনা যথাবিধীত্যর্থঃ, বিধিবদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অস্য যথাপেক্ষং পূর্ব্বৈঃ পরৈশ্চ সর্ব্বৈরন্বয়ঃ। চার্থে তথা। পিতৃদেবার্চ্চনঞ্চ নান্দীমুখশ্রাদ্ধেন কারয়ামাসেত্যনেন স্বয়মকরণমুক্তম্। তত্র চ জাতাহ্লাদ ইত্যনেনানন্দ জাড্যমেব হেতুরুক্তঃ; যদ্বা, তথাপ্যত্র তদাম্রেড়িতাদ্যবষ্টম্ভেন চকারেত্যর্থঃ॥ জী০ ১-২॥

১-২ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নন্দস্তু—নন্দঃ+তু—যিনি জগতকে আনন্দ দান করেন তিনি নন্দ, এইরূপে শ্রীনন্দের যথার্থ পরিচয় দিয়ে এই নামের সঙ্গে 'তু' শব্দ যোগ করা হয়েছে—এতে ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধান শ্রীবসুদেব থেকে শুদ্ধবাৎসল্যরীতি দ্বারা শ্রীনন্দের সৌভাগ্য-আতিশয্য প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য—সেই সৌভাগ্য-আতিশয্যই দেখান হয়েছে, এখানে 'আত্মজ' ইত্যাদি থেকে শেষে 'কুরুদ্বহ' পর্যন্ত বাক্যে এবং অতঃপর ভা০ ১০।৮।৪৬-৪৭ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের মুখে প্রশংসা বাক্যে, যথা—"নন্দ কিমকরোদ্ব্রহ্মণ" অর্থাৎ "শ্রীহরি যাঁদের ঘরে খেলা করে বেড়াচ্ছে স্তনপান করছে, সেই নন্দযশোদা কি তপস্যা করেছিল?" **আত্মজ ইতি**—পুত্র উৎপন্ন হলে। এখানে 'আত্মজ' কাকে বলে, 'উৎপন্ন' কাকে বলে এবং 'আত্মজরূপে উৎপন্ন' কাকে বলে প্রত্যেকটির অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে, যথা শ্রীভগবানের 'আত্মজত্ব' হল, পুত্রভাবে মনে প্রাদুর্ভূত হওয়া—অন্যভাবে নয়। এ বিষয়ে প্রমাণ—" শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হলেন বসুদেবের মনে ষড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে।"—ভা০ ১০।২।১৬, "বসুদেবের দ্বারা দীক্ষা বিধানে সমর্পিত ভগবান্‌কে দেবকীদেবী মনে ধারণ করলেন।"—(ভা০ ১০।২।১৮) এই একই রীতি শ্রীনন্দযশোদার সম্বন্ধেও জানতে হবে। শ্রুতিতে—'ভক্তিই ভগবান্‌কে প্রাপ্তি করায়। ভক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করায়।'—(শ্রীব্র০ সূ০ ৩।৩।৫৪)। তথা (শ্রীভা০ ১১।১৪।২২)—'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য হয়ে থাকি'—এইরূপ শ্রীভগবৎ-উক্তি থাকা হেতু তাদৃশ প্রেমাস্পদরূপে পরমপুরুষার্থ-শ্রীভগবৎ প্রাকট্যের জন্য সতত তন্মনস্কতা লক্ষণ ভক্তির আবশ্যকতা থাকায়—আরও, "যে যে-প্রকারে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেই রূপেই ভজনা করি"—শ্রীমৎ গীতার ৪।১১ শ্লোকে এইরূপ বাক্য থাকায়—সেই প্রাকট্য বিশেষের জন্য ভজনটিও সেইরূপ বিশেষই হওয়া চাই। শ্রীনন্দযশোদার এতাদৃশ বিশেষ ভক্তির দিগ্‌দর্শন ব্রহ্মস্তবে করা হবে। এখানে ইহাই বলা হচ্ছে—**মহামনা ইতি**-'মহান্'শব্দে শ্রীকৃষ্ণ,অত্যন্ত তাদাত্ম প্রাপ্তি হেতু শ্রীকৃষ্ণই মন যাঁর সেই নন্দ। অথবা, কৃষ্ণকে মনে ধারণের সামর্থ্য হেতু মন যার মহৎ সেই নন্দ। "শ্রীভগবানে যার অকিঞ্চনা ভক্তি, সর্বগুণ এসে তাতে উপস্থিত হয়" (শ্রীভা০ ৫।১৮।১২) শ্লোকের উক্তি অনুসারে বুঝা যায় 'মহামনা' বাক্যটি এখানে বলা হয়েছে উপলক্ষণে, এই গুণটি মুখ্য হওয়ায়। এর ভিতরে অন্তর্ভূত ভাবে ঔদার্যাদি গুণ রয়েছে। শ্রীযশোদার সম্বন্ধেও এই একই কথা, যথা—"নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মণ শ্রেয়ঃ……"—ভা০ ১০।৮।৪৬। অর্থাৎ "সেই শ্রীহরি যাঁর স্তন পান করেছিল সেই যশোদাদেবী এবং নন্দ পুরাকালে এমন কি তপস্যা করেছিলেন?" শ্রীবসুদেব দেবকী এবং শ্রীনন্দযশোদা এই দুই

দম্পতিরই মন থেকে জন্ম হওয়াতে জন্ম বিষয়ে উভয় দম্পতি সমান হলেও 'ফলের দ্বারাই ফলের কারণের অনুমান হয়' এই ন্যায় অনুসারে নন্দযশোদার প্রাপ্তি যে বিশেষ, তা ব্যক্তই হয়ে আছে, যথা—শ্রীবসুদেব-দেবকীর কাছে এলেন চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যমূর্তি প্রকট করে, আর শ্রীনন্দযশোদার নিকট দ্বিভুজ মাধুর্যমূর্তি প্রকট করে,—মাধুর্যই তো ভগবত্তা সার।

অতঃপর 'উৎপন্ন' সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—বাইরে তাদৃশ প্রকাশ হওয়ার নামই শ্রীভগবানের উৎপন্ন হওয়া—জীববৎ অন্য প্রকারে নয়। 'উৎপন্ন হওয়া' বিষয়ে দুই দম্পতির ভিতরে কোনও বিশেষ নেই অর্থাৎ তফাৎ নেই—কিন্তু 'পুত্রভাবে উৎপন্ন' বিষয়ে অর্থাৎ কি ভাবে উৎপন্ন, এই সম্বন্ধে নন্দযশোদার 'বিশেষ' নিশ্চয়ই আছে। নন্দযশোদার নিকট স্বাভাবিক ভাবেই পুত্রত্ব প্রকাশক হাব ভাব দেখাতে দেখাতে প্রকাশ, আর বসুদেব দেবকীর নিকট প্রকাশ হল, এমন ভাবে যাতে পুত্রত্ব ভাব তাঁদের প্রতীতির মধ্যেই না আসে—ইহা ঠিকই হয়েছে, কারণ শ্রীনন্দযশোদার প্রীতিতে শুদ্ধ পিতৃভাবময়তা থাকায় উহা উৎকৃষ্ট। শ্রীনন্দযশোদার মাধুর্যময় প্রীতি যে সবার উপরে মহামহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তা এখানে 'নন্দস্তু ইত্যাদি' বাক্যের 'তু' শব্দের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা দেখান হল, পরেও দেখান হয়েছে—"শ্রীবসুদেবদেবকী ঐশ্বর্যজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলে জানো" ইত্যাদি বাক্যে।

বাৎসল্য প্রেম এবং তজ্জনিত পুত্রভাবে মমতা বিনা শুধু কারোর ভিতর থেকে প্রকাশ হলেই শ্রীভগবান্‌কে পুত্র বলা যাবে না। শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাশিকা থেকে বের হয়েছিলেন বলেই তাঁকে ব্রহ্মার পুত্র বলা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে আবার বের হয়েছিলেন বলেই তাঁকে উত্তরার পুত্র বলা যাবে না। তাঁদেরও উভয় দিকে এরূপ কোনও অভিমানও নেই। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্বাংশে শ্রীনন্দের আত্মজভাবে উৎপন্ন। অন্যের কাছেও তা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, 'ব্রাহ্মণ ডেকে জাতকর্ম করানো' ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীকৃষ্ণ যে মুখ্যতঃ শ্রীনন্দাত্মজ, তা শ্রীগর্গমুনিও বলেছেন (শ্রীভা০ ১০।৮।১৪) শ্লোকে, যথা—"প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ" অর্থাৎ পূর্বে কখনও তোমার এই আত্মজ বসুদেবের পুত্ররূপে জাত হয়েছিল। শ্রীব্রহ্মাও তার স্তবের প্রথম শ্লোক "নৌমিড্য তে" ইত্যাদি বাক্যের ভিতর শ্রীকৃষ্ণকে 'পশুপাঙ্গ-জায়' অর্থাৎ সকল বৈশিষ্ট্যের সহিত নন্দগোপের অঙ্গের থেকে জাত, এইরূপ নির্দেশ করলেন, শ্রীশুকদেবও শ্রীভা০ ১০।৯।২১ শ্লোকে বলেছেন—"ন্যায়ং সুখাপ" ইত্যাদি অর্থাৎ গোপীকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের নিকট যেরূপ সুলভ জ্ঞানী প্রভৃতির নিকট সেরূপ নয়। আরও, আগমে—'সকললোক মঙ্গল নন্দগোপ তনয় দেবতা।' এই হেতু বলা হল—"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে"—'আত্মজ **উৎপন্ন হলে** নন্দও।' কিন্তু বলা হল না, 'ন তু নন্দস্ত্বাত্মজং মহা' আত্মজ **মনে করে** নন্দও। নন্দগৃহে যে মায়ার জন্ম হল, তা শ্রীবসুদেবাদি সম্বন্ধে ছলনার জন্যই—তা হলেও বসুদেবাদির অন্তরে মায়ার প্রতি অন্তরঙ্গতা জাত হল। মায়ার স্থিতি যশোদার উদরে, আর কৃষ্ণের স্থিতি হৃদয়ে। সুতরাং এইরূপে একই মা থেকে জাত বলেই কৃষ্ণের অনুজা বলে তাঁকে বলা হয়।

এইরূপে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হলে—যখন নিজের আবির্ভাব করানো চতুর্ভুজরূপ আচ্ছাদন করাবার

ইচ্ছা হল দেবকীর, তখন যশোদা হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব হল মথুরায় কংস কারাগারে সেই চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করত। অতএব (শ্রীভা০ ১০।৮।১৪) 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য' ইত্যাদি অর্থাৎ "পূর্বে আপনার এই পুত্র কোনও সময়ে বসুদেব-পুত্ররূপে জাত হয়েছিল"—এই নিজ বাক্যের সমাধানের জন্য শ্রীগর্গমুনি পরেই পুনরায় বললেন—(শ্রীভা০ ১০।৮।১৫) 'বহুনি সন্তি' ইত্যাদি অর্থাৎ আপনার এই পুত্রের বহু রূপ ও নাম আছে। এখানে সমাধান—প্রাক্ শব্দের বাইরের অর্থ পূর্ব জন্মে, কিন্তু ভিতরের অর্থ এই জন্মেই নন্দনন্দনের জন্মের সমকালেই তিনিই পুত্ররূপে জন্ম নিলেন দেবকী থেকে ঐশ্বর্যমূর্তিতে কংস-কারাগারে—বসুদেবের দ্বারা সেখান থেকে যশোদা সূতিকা গৃহে আনিত হয়ে সদ্যজাত মাধুর্যমূর্তি নন্দনন্দনে প্রবেশ করে গেলেন, এরূপ ভাব।—এইরূপে গর্গবাক্যে এবং নন্দযশোদার অভিমতে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণে নন্দের নিজ 'আত্মজত্ব' পুত্রত্ব মুখ্যভাবেই স্থাপিত হল। দেবী যে গৌণ, শুধু ছলনা করবার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অবতারিত, এ সব বৃত্তান্ত শ্রীনন্দযশোদার মনে নিশ্চয়রূপে অনুভূত। (নতুবা তাঁরা জাতাহ্লাদ হতে পারতেন না)। শ্রীবসুদেবদেবকী কন্যাটি যে গৌণ শুধু ছলনাময়ী, এ সব কিছুই বুঝতে পারেন নি, তাই কংসের আগমনে কন্যাটিকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখলেন—সখীকন্যার মৃত্যুর ভয়ে। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হওয়াতে মহোৎসব আনুকূল্য হেতু সেই কথা বিস্তার করা হচ্ছে, যথা—পুত্র উৎপন্ন হলে **জাতাহ্লাদ ইতি**—কেবল পুত্রই জন্মাল, তা নয়—কিন্তু আহ্লাদও জন্মাল, এইরূপে সহোক্তি। পুত্রচ্ছলে আহ্লাদই জাত হল, এইরূপে উৎপ্রেক্ষা। এখানে আহ্লাদের প্রাচুর্য্য ধ্বনিত হল। এও মহোৎসব বৈশিষ্ট্যে হেতু। **বিপ্রান্**—বি+প্রাপ্তি—বিশেষভাবে কামনা পূরণকারী, তত্রাপি বেদজ্ঞান অর্থাৎ জাতকর্মাদি বৈদিক বিধি সম্যক্ প্রকারে জানা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণাদিকে (ডাকলেন)। **শুচি**—বৈষ্ণবতিলক আচমনাদি দ্বারা বিশেষভাবে পবিত্র হয়ে **জাতকর্ম**—বৈদিককর্মবিশেষ করালেন বিপ্রগণের দ্বারা—তাঁদের দ্বারাই এ কাজ করানো বিধান হেতু। পিতৃপুরুষের অর্চন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের দ্বারা করালেন—এর দ্বারা নিজের অকরণ উক্ত হল। এর হেতু শ্রীনন্দমহারাজ আনন্দে জাড্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণজন্মোৎসবো দাতুং করং শ্রীমথুরাগমঃ। নন্দস্য বসুদেবেন সংলাপ পঞ্চমেঽভবৎ। নন্দস্ত্বিতি তুকারেণ বসুদেব আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদোঽপি কংসভয়াৎ সঙ্কুচিতমনা জাতকর্ম্মাদিকং কর্ত্তুং ন প্রাভূৎ। নন্দস্তু আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ অতিবিস্মিতমনাঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং জাতকর্ম্ম কারয়ামাসেতি তুকারাদেবৈতন্মাত্রে বসুদেবাদ্ভেদে প্রাপ্তে নন্দগৃহেঽপি কৃষ্ণস্যোৎপত্তিঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রাভিপ্রেতাবগম্যতে। 'গর্ভকালেত্বসম্পূর্ণে ইতি' পূর্ব্বোক্তে বৈশম্পায়ন-সম্মতাপি ন চ তুকারোঽত্র পাদপূরণার্থ ইতি বাচ্যম্। নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা ইতি বিনাপি তুকারেণ পাদপূর্ত্তেঃ। ন চ তদপি তুকারোঽনর্থক এব আত্মনো জাত স্তস্মিন্নিতি জনিধাতু প্রয়োগাদেবাভীপ্সিত সিদ্ধেরিতি বাচ্যম্। উপগুহ্যাত্মজামেবমিত্যত্রানৌরসাপত্যেঽপ্যাত্মজশব্দপ্রয়োগাৎ। কিঞ্চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব জাতকর্ম্মোপক্রমশ্রবণাৎ নাড়ীচ্ছেদশ্চ গর্ভজত্বং বিনা কথং সম্ভবেৎ। কিঞ্চ কৃষ্ণস্য নন্দপুত্রত্বে খলু নৈকদ্বাঃ প্রয়োগঃ কিন্তু বহব এব ন তে সর্ব্ব এবামুখ্যার্থী ভবিতুমর্হন্তি তথাহি অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোরিতি প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জা-

তস্তবাত্মজ ইতি। নৌমীড্য তে ইত্যাদৌ পশুপাঙ্গজায়েতি। দেহিনাং গোপিকাসুত ইতি। গৌতমীয়ে বল্লবী-নন্দনং বন্দে ইতি। ক্রমদীপিকায়ামপি দেবতাসকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিত ইতি। মন্ত্রেঽপি নন্দপুত্রপদং গন্তমিত্যাদয়ঃ। কেচিত্তু কৃষ্ণস্য বসুদেবপুত্রত্ব-বিজয়সখত্ব-রুক্মিণীকান্তত্বাদিভ্যোঽপি প্রেমমিশ্র-সম্বন্ধ-মূলকেভ্যঃ সকাশাৎ নন্দপুত্রস্যবলসখত্বগোপীকান্তত্বানি প্রেমৈকমূলকানি কৃষ্ণস্য নন্দাদ্যতিবশ্যত্ব ব্যঞ্জ-কান্যার্থ্যবচনপরঃশতেন মহানুভাব সহস্রানুভবেন চ পরমোৎকৃষ্টানীত্যতস্তাদৃশভাবতারতম্যেন এব তত্তদ্ব্যপদেশ তারতম্যমন্যথা বরাহদেবস্য ব্রহ্মপুত্রত্বং কৃষ্ণস্য চোত্তরাগর্ভগতত্বেনোত্তরা-পুত্রত্বমপি প্রসিদ্ধ্যেতেতি ব্রুবাণা যশোদা-গর্ভজাতত্বাভাবমেব স্বাভীষ্টসাধকং মন্যন্তে ন চ নন্দযশোদয়োঃ কৃষ্ণে স্বপুত্রত্ববুদ্ধ্যৈব তত্রাপি সম্বন্ধস্য-উপাধিত্বং বাচ্যম্। ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধ্যা পরাহন্যত ইতি ন্যায়াৎ। ন হি নির্হেতুকঃ প্রেমা হেতুবুদ্ধ্যৈব সহে-তুকো ভবতি ন হীশ্বরে জীববুদ্ধ্যেবেশ্বরো জীবো ভবতি কিন্তু কৃষ্ণস্য মৃদ্ভক্ষণাদাবনৃতভাষণস্যাপি সত্যত্বমেব কৃষ্ণপ্রিয়পরিকরাণামপি জ্ঞানভাষণাদেবানৃতস্যাপি সত্যত্বমাত্মারামৈরপ্যুপাদেয়ত্বমুপাস্যত্বং প্রেমদত্বঞ্চেতি সিদ্ধান্তঃ। জাতহ্লাদ ইতি পুত্রেণ সহাহ্লাদোঽপি জাত ইতি সহোক্ত্যলঙ্কারঃ পুত্রব্যাজেনাহ্লাদ এব জাত ইত্যুৎপ্রেক্ষা চ। কারয়ামাসেত্যাহ্লাদোত্থ-জাড্যেন স্বয়ং করণাসামর্থ্যাৎ ॥ বি০ ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণ জন্মোৎসব, কর প্রদানার্থে মথুরা গমন এবং নন্দ বসুদেবের সংলাপ পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। **নন্দস্তু ইতি**—'তু' কারের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মথুরায় বসুদেবের আত্মজ উৎপন্ন হলে তিনি জাতাহ্লাদ হলেও কংস ভয়ে সঙ্কুচিত মনা হয়ে জাতকর্মাদি করতে সাহস পান নি। নন্দ কিন্তু আত্মজ উৎপন্ন হলে জাতাহ্লাদ ও **মহামনাঃ**—অতি বিস্মিত হয়ে স্বস্তি বাচন পূর্বক জাতকর্ম করালেন—এইরূপে 'তু' কার মাত্রের দ্বারা বসুদেব থেকে নন্দের ভেদ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে —বুঝা যাচ্ছে যে নন্দগৃহেও কৃষ্ণ জন্ম শ্রীশুকদেবের অভিপ্রেত। শ্রীহরিবংশে এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে, যথা—"গর্ভকাল পূর্ণ না হতেই অষ্টম মাসে অষ্টমী তিথিতে দেবকী ও যশোদা একই সময়ে প্রসব করলেন।" কাজেই শুধু পাদপূরণের জন্য 'তু' শব্দের ব্যবহার হয়েছে, এরূপ বলা যাবে না। 'নন্দাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ' এরূপ রচনায় কাব্যালঙ্কারের দিক থেকে কোনও ত্রুটি হয় না। কাজেই 'তু' কার বিনাই পাদপূরণ হয়ে যায়। আবার এরূপও বলা যাবে না, 'তু' কার এখানে অনর্থক, কারণ নন্দের আত্মা থেকে জাত, অতএব নন্দাত্মজ, এইভাবে জনি ধাতু প্রয়োগেই অভিষ্টসিদ্ধি হতে পারত, কারণ মায়ার জন্ম দেবকীর গর্ভে না হলেও পূর্বের ১০।৪।৭ শ্লোকে তাঁকে দেবকীর 'আত্মজ' বলা হল—'উপগূহ্য আত্মজং এবং' ইত্যাদি অর্থাৎ এইরূপে 'আত্মজ' (মায়াকে) কন্যাটিকে আঁচলের নীচে গোপন করে দেবকী কাঁদতে লাগল।' কাজেই 'তু' কারের প্রয়োজন আছে,—এর দ্বারাই যশোদা গর্ভ থেকে নন্দের পুত্র রূপে কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝান হল।

আরও, নাড়ীচ্ছেদের পরেই জাতকর্ম আরম্ভ করা হয়, এইরূপ শোনা যায়, আর সেই নাড়ীচ্ছেদ গর্ভজ পুত্র বিনা কি করে হতে পারে? আরও, কৃষ্ণের নন্দপুত্রত্ব শুধু এক স্থানেই যে বলা হচ্ছে, তাই নয়। বহুস্থানেই বলা আছে। এর সকল গুলিই মুখ্য অর্থ প্রকাশ করে না, এমন নয়।

৩। ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘ শাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্॥

৩ অন্বয় ঃ নিযুতে সমলঙ্কৃতে ধেনূনাং তথা রত্নৌঘশাত কৌম্ভাম্বরাবৃতান্(রত্নৌঘৈঃ—রত্নসমূহৈঃ শাতকৌম্ভাম্বরৈঃ সুবর্ণরসাক্তৈরম্বরৈঃ চ আবৃতান্) সপ্ত তিলাদ্রীন্ বিপ্রেভ্যঃ প্রাদাৎ।

৩। মূলানুবাদ ঃ অনন্তর রৌপ্যখুর ও স্বর্ণ শৃঙ্গাদি ভূষিত বিশলক্ষ ধেনু এবং রত্ন সমূহে মণ্ডিত ও সুবর্ণ রঙ্গে রঞ্জিত বসনে আবৃত সপ্ত তিলাদ্রি ব্রাহ্মণদিগকে দান করলেন।

তথা হি—(ভা০ ১০।৪।৯) "অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণু" এখানে মায়াকে কৃষ্ণের অনুজা বলাতে—যশোদার গর্ভে কৃষ্ণ জন্মাবার পর যোগমায়ার জন্মাবার কথা বলা হল।(ভা০ ১০।৮।৩৪)—"প্রাগয়ং ইত্যাদি" গর্গমুনি নন্দকে বলছেন—"আপনার এই আত্মজ পূর্বে কোনও সময়ে বসুদেবের ঘরে জন্মেছিল"। (ভা০ ১০।১৪।১)—"পশুপাঙ্গজায়",ব্রহ্মা কৃষ্ণকে নন্দ গোপের অঙ্গ থেকে জাত বললেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র গোপিকা সুত বলা হয়েছে কৃষ্ণকে। গৌতমীয় তন্ত্রে—"যশোদানন্দনকে বন্দনা করি" এরূপ আছে। ক্রম-দীপিকায়—"সকল লোকমঙ্গল নন্দগোপতনয়।" মন্ত্রে—"নন্দপুত্রপদ" আছে। ইত্যাদি।

পূর্বপক্ষ, ঐশ্বর্যবুদ্ধিযুক্ত কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণের সহিত প্রেমমিশ্রসম্বন্ধমূলক নাম–বসুদেবনন্দন, অর্জুন-সখ এবং রুক্মিণীকান্ত প্রভৃতি থেকে প্রেমমূলক নাম—নন্দনন্দন, সুবলসখ এবং গোপীকান্ত প্রভৃতি যে কৃষ্ণের অতি নন্দবশ্যতাপ্রকাশক তা আর্ষবচন সহস্রের দ্বারা এবং মহানুভবগণের সহস্র অনুভবের দ্বারা পর-মোৎকৃষ্ট। অতএব তাদৃশ ভাবতারতম্যের দ্বারাই নন্দনন্দন বসুদেবনন্দন প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ তারতম্য। অন্যথা বরাহদেবের ব্রহ্মপুত্রত্ব এবং কৃষ্ণের উত্তরাপুত্রত্ব তাঁর তাঁর গর্ভে প্রবেশ হেতু—প্রসিদ্ধ হয়ে যেত। এই কেউ কেউ যশোদাগর্ভ থেকে জাত না-হওয়াটাই নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূল বলে মনে করেন—নন্দযশোদার কৃষ্ণে নিজপুত্রত্ব বুদ্ধি নয়। (এর উত্তরে টীকাকার নিজের সিদ্ধান্ত বলছেন—) নন্দযশোদার কৃষ্ণে সপুত্রত্ব বুদ্ধি হেতু যে সম্বন্ধ, এর দ্বারা উপাধি (প্রেমের বাধা) এসে যাচ্ছে এরূপ বলা যাবে না, কারণ বস্তুশক্তিকে বুদ্ধি বাধা দিতে পারে না। নির্হেতুক-প্রেমা হেতুবুদ্ধি দ্বারাই যে সহেতুক হয়ে যাবে, এমন হতে পারে না। ঈশ্বরে জীববুদ্ধি করলেই ঈশ্বর জীব হয়ে যায় না। কিন্তু কৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণাদি লীলায় মিথ্যা ভাষণও (আমি মাটি খাই নি) কৃষ্ণ পরিকরদের নিকট পরম সত্যের বিকাশ করল—তাঁরা মুখের ভিতর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখতে পেলেন। শুধু ভাষণমাত্রেই এই যে মিথ্যারও সত্যে পরিণত হয়ে যাওয়া, এ আত্মারামদের নিকটেও উপাদেয়, উপাস্য এবং প্রেমদ।

জাতাহ্লাদ ইতি—পুত্রের সহিত আহ্লাদও জাত হল, এটা 'সহোক্তি' অলঙ্কার এবং এ একটা উৎপ্রেক্ষাও বটে—যথা, পুত্রচ্ছলে আহ্লাদই জাত হল॥ বি০ ১-২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ নিযুতে বিংশতিলক্ষাণি, এতচ্চ দ্বাদশাধ্যায়ে প্রকটীকরিষ্যামঃ, তত্র ক্ষীরস্বামিকারিকায়াং দিগ্দর্শনং যথা—'একং দশ-শত-সহস্রাণ্যযুতং প্রাযুতাখ্যলক্ষমথ নিযুতম্'

৪। **কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া।**
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া॥

৪। **অন্বয় ঃ** কালেনঃ (সময়েন ভূম্যাদীনি শুদ্ধ্যন্তি) স্নানশৌচাভ্যাং (স্নানেন শৌচেন চ দেহাদীনি শুদ্ধ্যন্তি) তপসা (ইন্দ্রিয়াণি) সংস্কারৈঃ (গর্ভাদি) ইজ্যয়া (ব্রাহ্মণাদি) দানৈঃ (দ্রব্যাণি) সন্তুষ্ট্যা [মনঃ] আত্ম-বিদ্যয়া (স্বরূপ জ্ঞানেনৈব) আত্মা শুদ্ধন্তি।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** (নন্দমহারাজ যে জাতকর্ম করালেন, তার সমর্থনের জন্য এই শ্লোকটির উট্টঙ্কন)।

কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি, স্নানে দেহাদি, শৌচে অমেধ্যলেপনাদি, সংস্কারে গর্ভাদি, তপস্যায় ইন্দ্রিয়াদি, যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি, দানে ধনাদি, সন্তোষে মন এবং স্বরূপ জ্ঞানে বা শ্রীভগবৎ ভক্তিতে আত্মা পবিত্র হয়।

ইতি! সম্যগলঙ্কৃতে যথোক্তরৌপ্যখুর-স্বর্ণ-শৃঙ্গাদি ভূষিতে। তিলাদ্রিপরিমাণাদিকমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে—'উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ। ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। পূর্ব্ববচ্চাপরং সর্ব্বং বিষ্কম্ভং পর্ব্বতাদিকম্॥' তচ্চোক্তং তত্রৈবাদৌ ধান্যাদিপ্রসঙ্গে—'ইত্থং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র্য, মতস্তু বিষ্কম্ভগিরীন্ ক্রমেণ। তুরীয়ভাগেন চতুর্দ্দিশঞ্চ, সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাঢ্যান্॥' ইত্যাদি। তে চ মন্দরাদয়ঃ চত্বারঃ; তথা চ তত্রৈব—'মেরুর্মহান্ ব্রীহিময়স্তু মধ্যে, সুবর্ণবৃক্ষত্রয়-সংযুতঃ স্যাৎ। পূর্ব্বেণ মুক্তাফলবজ্র-যুক্তো, যাম্যেন গোমেদকপুষ্পরাগৈঃ॥ পশ্চাচ্চ গারুত্মতনীলরত্নৈঃ, সৌম্যে চ বৈদূর্য্য-সরোজ-রাগৈঃ। ব্রহ্মাথ বিষ্ণু-র্ভগবান্ পুরারি, র্দিবাকরোঽপ্যত্র হিরণ্ময়ঃ স্যাৎ॥' কিঞ্চ—'শুক্লাম্বরাণ্যম্বুধরাবলী স্যাৎ, পূর্ব্বেণ কৃষ্ণানি চ দক্ষিণেন। বাসাংসি পশ্চাদথ কর্ব্বুরাণি, রক্তানি চৈবোত্তরতো ঘনানি॥' ইত্যাদি, দ্রোণসংখ্যা চোক্তা—'খারীদ্রোণাঢ়কপ্রস্থাঃ কুড়বঞ্চ পলং পিচুঃ। শাণকো মাষকশ্চৈব যথাপূর্ব্বং চতুর্গুণাঃ॥' ইতি। এবং ষট্-পঞ্চাশদধিকপলশত-দ্বয়েন দ্রোণঃ স্যাৎ। তদেবাভিব্যঞ্জয়ংস্তত্তোঽপি বৈশিষ্ট্যমাহ—রত্নৌঘেতি। শাতকুম্ভাম্বারা-বৃতত্বং সুমেরোর্ব্বর্ণস্যাপি সাদৃশ্যায়, ততঃ পূর্ব্বেভ্যোঽন্যান্যেতানি। তাদৃশান্ সপ্ত বহুলরত্নাদিযুতান্ প্রকর্ষেণ পাদপ্রক্ষালনাদিপূর্ব্বকং নিজজনৈস্তত্তদ্গৃহেষু তত্তৎপ্রস্থাপনাদিপ্রকারেণাদাৎ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিযুতে** বিশলক্ষ। **সমলঙ্কৃতে**—রৌপ্যখুর ও স্বর্ণ শৃঙ্গাদি ভূষিত। একটি উত্তম তিলপর্বতের ওজন তিন মন ৮ সের। এইরূপ সাতশৈল বিশেষভাবে সজ্জিত করত দিলেন, তাই বলা হচ্ছে—রত্নৌঘেতি। স্বর্ণবর্ণ বসনে আবৃত করলেন, যাতে সুমেরু পর্বতের মতো দেখতে হয়। তাদৃশ সপ্তপর্বত বহুলরত্নাদিতে অলঙ্কৃত করে **প্রাদাৎ**—প্রকর্ষের সহিত দান—কি প্রকর্ষ? হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে নিয়ে নিজজনেরা ব্রাহ্মণদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছিল, যেম্‌নি যেম্‌নি তাঁরা ঘরে যাচ্ছিল॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিযুতে বিংশতিলক্ষাণি। "একং দশ শতসহস্রাণ্যযুতং প্রযুতাখ্য লক্ষমথ নিযুতমিতি"ক্ষীরস্বামী। তিলাদ্রিপরিমাণমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে।"উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ। ত্রিভিঃ

কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" দ্রোণসংখ্যা চ—"খারী দ্রোণাঢ়কাঃ প্রস্থাঃ কুড়বঞ্চ পলং পিচুঃ। শাণকো মাষকশ্চেতিযথাপূর্ব্বং চতুর্গুণাঃ" ইতি ॥ বি॰ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নিযুত—বিশ লক্ষ। তিলাদ্রির পরিমাণ ভবিষ্যোত্তরে এরূপ আছে—দশদ্রোণে উত্তম, পাচদ্রোণে মধ্যম এবং তিন দ্রোণে কনিষ্ঠ তিলাদ্রি। ২৫৬ পলে এক দ্রোণ এবং ৪ তোলায় এক পল। এক দ্রোণ ৪×২৫৬=১০২৪ তোলা=১২৮ সের। তা হলে একটি উত্তম তিল পর্বতের ওজন হল ৩ মন ৮ সের ॥ বি॰ ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** নন্থ যত্যানন্দজড়োঽভূত্তর্হি স্বয়ং কর্ত্তুং কালবিলম্বং কথং ন কৃতবান্? পুত্রপ্রেম্ণৈবেত্যাহ—'কালেন' ইতি। তত্র দৃষ্টান্তৈর্যথাকালং গর্ভশুদ্ধেরাবশ্যকত্বমভিপ্রেতম্। অন্যত্তৈঃ। অত্র ভূম্যাদীন্যধ্যাহৃতানি। দ্রব্যাণি অর্থাঃ গর্ভশুদ্ধের্দার্ষ্টান্তিকত্বং, দ্রব্যশুদ্ধের্দৃষ্টান্তত্বং পূর্ব্বস্যৈব সাধ্যত্বাৎ, অতস্তথা-শব্দেন পূর্ব্বত্র যথেতি গম্যতে। যথা তথেতি পাঠশ্চ ক্বচিৎ। ভূমিশুদ্ধ্যাদীনান্তূপাদানং দৃষ্টান্তপোষণার্থমেবেতি ব্যঞ্জিতম্। যদ্বা, কালাদিভির্দ্রব্যাণি ভূম্যাদীনি শুধ্যন্ত্যেব, আত্মা তু আত্মবিদ্যয়া স্বরূপজ্ঞানেনৈব, কিংবা ভগবদ্ভক্ত্যৈব, ন ত্বন্যথা। অতএব দ্রব্যাণীত্যনেন গৃহীতস্যাপ্যাত্মনঃ পৃথঙ্ নির্দ্দেশঃ। তস্য তু শ্রীমন্নরাকৃতি পরব্রহ্মণা স্বয়ং ভগবতা পুত্রতয়া জায়মানেনৈব সদ্যো জগদপি শোধিতং, তথাপি তেন পরমপ্রেম্ণৈব তৎকৃতমিতি সর্ব্বেষাং মাদৃশাঞ্চ মহাসুখদমিতি ভাবঃ ॥ জী॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** প্রশ্ন হতে পারে—জাত কর্ম ব্রাহ্মণ দিয়ে করালেন কেন মহারাজ? যদি তাঁর জাড্যই বাধা হয়েছিল, তবে কালবিলম্ব কেন-না করলেন—এরই উত্তরে, পুত্র-প্রেমই কারণ, যার জন্য বিলম্ব সইল না। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কালেন ইতি। এখানে দৃষ্টান্তের অভি-প্রায় হচ্ছে, যথাকালে গর্ভশুদ্ধির আবশ্যকতা প্রকাশ করা। [স্বামিপাদ—**দ্রব্যাণি**—গো স্বর্ণাদি দ্রব্যের মধ্যে কোনও কোনও দ্রব্য যেমন দানের দ্বারা শুদ্ধি হয়, সেইরূপ অন্নদানাদিযুক্ত জাতকর্মাদি সংস্কারের দ্বারাই গর্ভের শুদ্ধি—ইহা দেখাবার জন্য প্রতিনিয়ত যা শোধন করে সেই সব দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে—কালেন ইতি। কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি, স্নানে দেহ প্রভৃতি, শৌচের দ্বারা অমেধ্য-লিপ্তাদি, সংস্কারের দ্বারা গর্ভাদি, তপস্যায় ইন্দ্রিয়, যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, দানের দ্বারা দ্রব্য সমূহ, সন্তুষ্টি দ্বারা মন এবং আত্মবিদ্যায় আত্মা]। এখানে এই ব্যাখ্যায় ভূমি আদিকে আনা হয়েছে নিজের কথার সমর্থনের জন্য। **দ্রব্যাণি**—ধন সম্পত্তি। গর্ভশুদ্ধির দার্ষ্টান্তিকতা, আর দ্রব্যশুদ্ধি দৃষ্টান্ত, কারণ গর্ভশুদ্ধিই নির্ণয়ের বস্তু। ভূমি আদির শুদ্ধি-উপাদান কালাদিকে দৃষ্টান্ত পোষণের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ভূমি আদি শুদ্ধি হয় কালের দ্বারা তথা গর্ভশুদ্ধি হয় জাতকর্ম দ্বারা—এইরূপে 'যথা তথা' যোগ করে নিয়েই শ্লোকের অর্থ করতে হবে। কোনও কোনও পাঠে যথা তথা আছেও।

অথবা, কালাদি দ্বারাই **দ্রব্যাণি**—ভূমি আদি শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা শুদ্ধ হয় একমাত্র স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা, কিম্বা ভগবদ্ভক্তি দ্বারা—অন্য কোনও উপায় নেই। অতএব 'দ্রব্যাণি' বলাতেই তার মধ্যে 'আত্মা' গৃহীত হলেও পৃথক্ নির্দেশ করা হল। শ্রীমন্নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ পুত্ররূপে নন্দের

৫। সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্য্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ॥

৫। **অন্বয়** ঃ বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ (পৌরাণিকবৃত্ত কথকাঃ রাজাদীনাং বংশকীর্ত্তন-পরাঃ উপস্থিত বিষয়িনঃ তে সর্ব্বে) মুহুঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ (সুমঙ্গলসূচকা বাচঃ যেষাং তে তথাবিধাঃ স্বস্তিবাচকাঃ বভূবুঃ) গায়কা জগুঃ (ভর্য্যঃ দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ তখন ব্রাহ্মণগণ মুহুর্মুহু শুভাশীর্বাদ করতে লাগলেন, সূতমাগধবন্দিগণ এবং গায়কগণ গান করতে লাগলেন, আর দুন্দুভি মুহুর্মুহু বাজতে লাগল নিজে নিজেই।

ঘরে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ পবিত্র হয়ে গেল—তথাপি নন্দমহারাজ পরমপ্রেমে আত্মহারা হয়েই এই সব জাতকর্ম করালেন। ইহা সকলেরই, আমাদের মতো জনেরও মহাসুখদ হল॥ জী০ ৪॥

৪।। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ আবশ্যকস্য বিবিধদানাদিযুক্ত জাতকর্ম্মণো গর্ভশোধকস্য প্রাক্‌বাল-কস্য দৃষ্টান্তান্ দীপকালঙ্কারেণাহ কালেনেতি। কালাদিভির্দ্রব্যাণি শুদ্ধ্যন্তি। তত্র কালেন বর্ত্মাদীনি স্নানেন দেহাদীনি শৌচেনামেধ্যলিপ্তাঙ্গাদীনি সংস্কারৈর্গর্ভাদীনি তপসা ইন্দ্রিয়াদীনি ইজ্যয়া ব্রাহ্মণাদীনি দানৈর্ধনা-দীনি সন্তুষ্ট্যা মনঃ। আত্মাত্মবিদ্যয়া পরমাত্মানঃ স্বরূপানুভবেন জীবঃ॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বতন বালকের গর্ভশোধক আবশ্যক বিবিধদানাদিযুক্ত জাত-কর্মের দৃষ্টান্ত সমূহ দীপকালঙ্কারে (একক্রিয়া বহু কর্মকারক) বলা হচ্ছে—কালেন ইতি। কালাদি দ্বারা দ্রব্যসমূহ শুদ্ধ হয়। এর মধ্যে কালের দ্বারা পথঘাট প্রভৃতি, স্নানে দেহাদি, শৌচের দ্বারা অমেধ্য-লিপ্ত অঙ্গাদি, সংস্কারের দ্বারা গর্ভাদি, তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি, যজ্ঞ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, দানে ধনাদি, সন্তুষ্টি দ্বারা মন এবং **আত্মা আত্মবিদ্যয়া**—পরমাত্মার স্বরূপানুভবে জীব॥ বি০ ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ভের্য্য আনকভেদাঃ শুষিরভেদাশ্চ, দুন্দুভয়শ্চ আনক-ভেদাশ্চ যুগ্মত এব হস্তাভ্যাং কাষ্ঠীদ্বয়েন বাদ্যন্তে, তে নেদুঃ স্বয়মেব। মুহুরিত্যস্য সর্ব্বৈরন্বয়ঃ, হর্ষভরেণ তেষাং তত্র তত্রাতৃপ্তেঃ॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **ভের্য**—ঢাক নাগরা ভেরী প্রভৃতি দুহাতে কাঠি দিয়ে বাজাবার যন্ত্র এবং বিবিধ শুষির অর্থাৎ ফুঁ দিয়ে বাজাবার বিবিধ যন্ত্র। কিন্তু এখন এরা সব নিজে নিজেই বাজতে লাগল। **মুহুঃ**—সব যন্ত্রই মুহুর্মুহুঃ বাজতে লাগল—আনন্দ আর ধরে না—অতৃপ্তিতে বারবার বাজতে লাগল॥ জী০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তদা বিপ্রাঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ সৌমঙ্গল্যং যেষাং তে শুভাশীর্ব্বাদকা বভূবুঃ। সূতাদয়ো জগুঃ। "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্তুমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাব-সদৃশোক্তয়ঃ"॥ বি০ ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **বিপ্রাঃ**—তখন যাঁদের কথাতে কল্যানদায়িনী শক্তি আছে,সেই বিপ্রগণ শুভাশীর্বাদ করতে লাগলেন। আর সূতাদি গাইতে লাগলেন।

৬। ব্রজঃ সংমৃষ্টসংসিক্ত-দ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥
৭। গাবো বৃষা চ বৎসতরা চ হরিদ্র তৈলরূষিতাঃ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥

৬। অন্বয় ঃ সংমৃষ্ট সংসিক্ত দ্বারাজির গৃহান্তরঃ (সম্যক্ মৃষ্টানি পরিষ্কৃতানি পশ্চাৎ চন্দনাদিরসৈঃ সংসিক্তানি দ্বারাণি অজিরাণি অঙ্গণানি গৃহান্তরাণি গৃহমধ্যানি চ যস্মিন্ সঃ) ব্রজঃ চিত্রধ্বজপতাকা স্রক্‌চৈল-পল্লবতোরণৈঃ [বিভূষিতোঽভূৎ]।

৭। অন্বয় ঃ হরিদ্রাতৈলৈঃ রূষিতা (লিপ্তাঃ) গাবঃ বৃষাশ্চ বৎসতরাশ্চ (গোশাবকাশ্চ) [আসন্] বিচিত্র-ধাতু বর্হস্রক্‌বস্ত্রকাঞ্চন মালিনঃ (বিচিত্রাঃ ধাতবশ্চ বর্হাণি শিখিপুচ্ছানি চ স্রজঃ পুষ্পমালাশ্চ বস্ত্রাণি চ কাঞ্চন মালাশ্চ বিদ্যন্তে যেষাং তে তথাভূতাঃ বভূবুঃ)।

৬। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! ব্রজের সকল গৃহদ্বার, অঙ্গন ও গৃহাভ্যন্তর সকল প্রথমে মার্জিত ও পরে ধৌত হল। অতঃপর চিত্রবিচিত্র ধ্বজপতাকাদ্বারা, তথা ছবির মালার তোরণ, কাটা কাপড়ের তোরণ এবং পল্লবের তোরণ—এই ত্রিবিধ তোরণের দ্বারা বিভূষিত হল।

৭। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! গাভী, বৃষ ও বৎসসকল তৈল হরিদ্রায় আলিপ্ত হল এবং বিচিত্র গৈরিকাদি ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পমালিকা, বস্ত্র ও কাঞ্চনমালায় বিভূষিত হল।

"সূতগণ পুরাণ বক্তা, মাগধগণ বংশ কীর্তনকারী, অমলপ্রজ্ঞা বন্দিগণ প্রস্তাব অনুযায়ী কথ-কতাকারী" ॥ বি০ ৫ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সং-শব্দাভ্যামন্যদিনতো বিশেষো বোধ্যতে, চৈলানি খণ্ডিত বস্ত্রাণি, অন্যত্তৈঃ। তত্র পতাকানাং স্রজো মালাকারেণ সন্নিবেশাঃ। ভূষিত ইত্যধ্যাহারাৎ। যদ্বা, স্রজঃ পুষ্পমালাঃ, চিত্রাণি বিবিধানি যানি ধ্বজাদীনি তৈঃ, সমমন্যৎ ॥ জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সংমৃষ্ট সংসিক্ত—সং শব্দে অন্য দিনের থেকে বিশেষ ভাবে ধোয়া মোছা বুঝানো হল। **চৈলাণি**—কাটা কাপড়। **পতাকাস্রক্**—মালাকারে সন্নিবেশিত পতাকা। শ্লোকে না থাকলেও 'ভূষিত' শব্দটিকে এনে অর্থ করতে হবে শ্লোকের। অথবা **স্রজঃ**—পুষ্পমালা। 'চিত্রাণি'—বিবিধ প্রকার ধ্বজা সকল দ্বারা ভূষিত হল ॥ জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আদৌ সম্যক্ মৃষ্টানি পশ্চাৎ চন্দনপুষ্পাদিরসৈঃ সংসিক্তানি দ্বারণ্য-জিরাণ্যঙ্গনানি গৃহমধ্যানি চ যস্মিন্ সঃ। চিত্রধ্বজপতাকাভ্যাং তথা চিত্রাণাং স্রজাং চৈলানাং চৈলখণ্ডানাং পল্লবানাঞ্চেতি ত্রিবিধৈস্তোরণৈঃ বিভূষিতোঽভূদিতি শেষঃ ॥ বি০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রথমে পরিষ্কৃত, পরে চন্দন ও পুষ্পাদি নির্যাসে সংসিক্ত হল, ব্রজের সকল গৃহের দ্বার, অঙ্গন ও গৃহাভ্যন্তর। চিত্রবিচিত্র ধ্বজপতাকা দ্বারা, তথা ছবির মালার, কাটা কাপড়ের এবং পল্লবের এই ত্রিবিধ তোরণের দ্বারা বিভূষিত হল ॥ বি০ ৬ ॥

৮। মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।
গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ॥

৮। অন্বয় ঃ হে রাজন্! মহার্হবস্ত্রাভরণ কঞ্চুকোষ্ণীষ ভূষিতাঃ নানোপায়নপাণয়ঃ (বহুবিধানি উপহারাঃ পাণিষু যেষাঃ তে) গোপাঃ সমাযযুঃ (সমাগতাঃ)।

৮। মূলানুবাদ ঃ আর গোপগণ মহামূল্য বস্ত্র-আভরণ-জামা ও উষ্ণিষে ভূষিত হয়ে বিবিধ উপায়ন হস্তে নন্দালয়ে আসতে লাগলেন।

৭। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ চকারৌ পূর্ব্বকৈমুত্যপ্রতিপাদকৌ, তেন মহিষ্যাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে, বৃষা বৎসতরা ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পাঠ দু প্রকার আছে—এক 'বৃষা চ বৃৎসতরা চ', অপর 'বৃষা বৎসতরা'। এই 'চ' কারে প্রতিপাদিত হয়েছে, বৃষ ও বাছুরদেরই হলুদ-তৈলাদিতে সাঁজালেন গাভীদের কথা আর বলবার কি আছে। আরও এই 'চ' কারে মহিষাদিকেও উপলক্ষণে বলা হয়েছে॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ রূষিতা লিপ্তাঃ॥ বি০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ রূষিতা—লিপ্তা॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তদেবং সর্বস্যৈব গোকুলস্য শ্রীনন্দযশোদে প্রতি পরমানুরাগং দর্শিতবান্, দর্শয়তি চ—মহার্হেতি সপ্তভিঃ। সম্যগাযযুরিতি স্ব-স্ব-গৃহে তত্তন্মঙ্গলরচনাং প্রবর্ত্ত্যৈবাযযুরিত্যর্থঃ, 'ব্রজঃ সংমৃষ্টঃ' ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। সম্যক্ত্বমেব চ দর্শয়তি পরমহর্ষব্যঞ্জকাভ্যাং মহার্হেত্যাদিবিশেষণাভ্যাম্, মহার্হৈর্বহুমূল্যৈর্নিধিবৎ গৃহান্তঃসুরক্ষিতৈরপি বস্ত্রাদিভির্ভূষিতাঃ সন্তঃ। যান্ত্যেব পরমোল্লাসেন দাস্যন্তে চ নানোপায়নৈর্মহারত্নাদিভির্যুক্তাঃ পাণয়ো যেষাং তে। রাজন্নিতি—শ্লেষেণ হে প্রেম্ণা বিরাজমান যদ্বা, 'রাজৎ' ইত্যুপায়নবিশেষণম্। গোপা গবাসক্ত্যা তৎস্বভাবমাপন্নয়া জাত্যৈব সুস্নিগ্ধচিত্তা ইতি ভাবঃ। শ্লেষেণ তত্র চ তাদৃশ-তৎপ্রেম্ণা গাং পৃথিবীমপি পান্তি ইতি। এবমগ্রেঽপি॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে সমস্ত গোকুলেরই শ্রীনন্দযশোদার প্রতি পরমানুরাগ দেখান হল—আরও দেখান হচ্ছে, **মহার্হ**—ইতি সাতটা শ্লোকের দ্বারা। **সমাযযু**—নিজনিজ গৃহে পূর্ব বর্ণিত সেই সেই মঙ্গলরচনা প্রবর্তন করেই নন্দালয়ে গেলেন। এই সব কাজের পারিপাট্য দেখান হচ্ছে পরমহর্ষ প্রকাশক 'মহামূল্যবান্' ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা—**মহর্হৈ**—বহুমূল্যবান্ নিধিবৎ সযত্নে গৃহাভ্যন্তরে সুরক্ষিত বস্ত্রাদিতে ভূষিত হয়ে পরমোল্লাসে নন্দালয়ে চললেন—নানা উপায়ন গ্রহণে তাঁদের হস্তদ্বয় মহারত্নাদি যুক্ত হয়ে জ্বল জ্বল করছিল। **হে রাজন্**—হে প্রেমের সহিত বিরাজমান্ রাজা পরীক্ষিত! অথবা, 'রাজৎ' উপায়নের বিশেষণ অর্থাৎ দীপ্ত উপায়ন হস্তে। **গোপাঃ**—গো-তে আসক্ত চিত্ত হওয়াতে উহাদের স্বভাব প্রাপ্তি হেতু জাতিগত ভাবেই সুস্নিগ্ধ চিত্ত। অথবা, **গোপাঃ** সেখানে তাদৃশ কৃষ্ণপ্রেমা দ্বারা এই গোপগণ **গাং**—পৃথিবীকে **পান্তি**—পালন করছেন॥ জী০ ৮॥

৯। গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥
১০। নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্ক-মুখপঙ্কজভূতয়ঃ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥

৯। অন্বয় ঃ গোপ্যঃ চ যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবং (পুত্রজন্মং) শ্রুত্বা মুদিতাঃ(হৃষ্টাঃ) বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ আত্মানং (স্বস্বশরীরং) ভূষয়াঞ্চক্রুঃ।

১০। অন্বয় ঃ নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ পৃথুশ্রোণ্যঃ (গুরুনিতম্বিন্যঃ) চলৎকুচাঃ (কম্পিত-পয়োধরাঃ) [তাঃ] বলিভিঃ (উপহারৈঃ) [সহিতাঃ] ত্বরিতং জগ্মুঃ।

৯। মূলানুবাদ ঃ যশোদার জা প্রভৃতি গোপীগণ অপুত্রা যশোদার পুত্র হয়েছে শোনামাত্র পরমানন্দিত হয়ে বসনভূষণ ও অঞ্জনাদি দ্বারা নিজেদের সর্বাঙ্গ ভূষিত করতে লাগলেন।

১০। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর নবকুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক থেকেও উজ্জ্বল মুখ কমলা গোপীগণ স্থূল নিতম্বিনী হয়েও কুচযুগলে কম্পন তুলে দ্রুতপদে চলতে লাগলেন উপহার সম্ভার সঙ্গে নিয়ে।

---

৯ **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** গোপ্যঃ শ্রীযশোদায়া যাতৃপ্রভৃতয়ঃ। চ শব্দ উক্তসমুচ্চয়ে। ততো গোপা আকর্ণ্যেতি পূর্বেণাপ্যন্বয়ঃ। আসাং পশ্চাদ্ভাবোঽন্তঃপুরবাসাৎ। মুদিতা ইত্যনেন তেভ্যোঽপি মোদবিশেষং দর্শয়তি—যশোদায়া ব্রজযশঃপ্রদায়া অনপত্যায়া শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাঃ সুতস্য উদ্ভবমুৎপত্তিমাকর্ণ্য এব মুদিতাস্তস্যাং তস্মিংশ্চ নিত্যসহজপ্রেমসদ্ভাবাৎ; অতএব বস্ত্রাদিভিরাত্মানমভূষয়ন্ ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপ্যশ্চ**—এখানে 'চ' শব্দে যাতৃস্থানীয় গোপীদের সকলের আসাই ধ্বনিত হল। অন্তঃপুরবাস হেতু তাঁরা একটু পরে শুনলেন, তাই পরেই এলেন। **মুদিতা**—এই শব্দে যাতৃস্থানীয় গোপীদেরও আনন্দ বিশেষ দেখান হল। **যশোদায়া**—ব্রজযশপ্রদায়িনী অনপত্যা ব্রজেশ্বরীর পুত্র-উৎপত্তির কথা শোনা মাত্রই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কারণ যশোদায় তাঁদের নিত্য সহজ প্রেমসদ্ভাব ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গোপ্যঃ শ্রীযশোদায়া যাতৃপ্রভৃতয়ঃ ॥ বি০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোপ্যঃ**—শ্রীযশোদার জা প্রভৃতি ॥ বি০ ৭ ॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নবকুঙ্কুম-কিঞ্জল্কাদপি মুখপঙ্কজানাং ভূতিঃ শোভা যাসাম্ ইতি তদানীমনুরাগাবেশেন মুখশোভাতিশয় উক্তঃ। কিঞ্চ, বলিভির্মহারত্নাদিময়ৈরক্ষতপাত্রাদ্যুপহারৈঃ সহ তান্ গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ। মোদবিশেষমেবাহ—ত্বরিতমিত্যাদিনা। পৃথুশ্রোণ্যোঽপি ত্বরিতং জগ্মুঃ, তত্র চলৎকুচা ইত্যতিশয়স্য লক্ষণং সর্ব্বঞ্চোৎকণ্ঠাতিশয়স্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্ক থেকেও মুখকমলের **ভূতিঃ**—শোভা যাঁদের—তদানীম্ অনুরাগ-আবেশে মুখশোভার যে আতিশয্য, তাই উক্ত হল। আরও **বলিভিঃ**—

১১। গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যশ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজুর্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ॥

১১। অন্বয় ঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডল নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (সুষ্ঠু মৃষ্টে—উজ্জ্বলে মণিযুক্তে কুণ্ডলে যাসাং তাশ্চ নিষ্ক্যা পদকাখ্যা ভূষণানি কণ্ঠে যাসাং তাশ্চ) চিত্রাম্বরাঃ (চিত্রাণি অম্বরাণি বসনাণি যাসাং তাঃ) শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ (কেশেভ্যঃ পতিতানি মাল্যবর্ষাণি যাসাং তাঃ) সবলয়াঃ (হস্তয়োঃ বলয়ভূষিতাঃ) ব্যালোল কুণ্ডলপয়োধরহার শোভাঃ (ব্যালোলানাং—গতিরভসেন চলতাং কুণ্ডল পয়োধরহারাণাং শোভা যাসাং তাঃ) নন্দালয়ং ব্রজতী (ব্রজত্যঃ) গোপ্যঃ পথি বিরেজুঃ (অতিশোভাং ধারয়ামাসুঃ)।

১১। মূলানুবাদ ঃ কর্ণে উজ্জ্বল মণিকুণ্ডল, কণ্ঠে পদক, করে কঙ্কণ—আর পরিধানে চিত্রবিচিত্র বসন পরা গোপীগণ পথে পথে খোঁপাচ্যুত মালিকা বর্ষণ করতে করতে নন্দালয়ে যাচ্ছিলেন—চলতে চলতে তাঁরা চঞ্চল কুণ্ডল-পয়োধর-হারের শোভায় দীপ্তদেহা হয়েছিলেন।

মহারত্নাদিময় অক্ষত (আতপ তণ্ডুল যবাদি নানা শস্য) পাত্রাদি উপহার সহ—অর্থাৎ হাতে ধরে। **ত্বরিতং**—আনন্দবিশেষ বলা হচ্ছে, 'অতিদ্রুত' এই সব কথায়। **পৃথুশ্রোণ্য**—স্থূল নিতম্বিনী হলেও দ্রুত চললেন—**চলৎকুচাঃ**—এই বাক্য দ্রুততার আতিশয্যের লক্ষণ—সব কিছুই উৎকণ্ঠা-আতিশয্যের লক্ষণ, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কাদপি মুখপঙ্কজে ভূতিঃ শোভা যাসাং তাঃ। বলিভিঃ স্বর্ণমুদ্রা-রত্নহারানর্ঘ্যবস্ত্রনারিকেলাদিফলাক্ষত দুর্ব্বাচন্দনপুষ্পমালাদ্যৈঃ স্বর্ণপাত্রস্থৈঃ স্বর্ণরসরঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছাদিতৈর্বামপাণিগৃহীতৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ। পৃথুশ্রোণ্যোঽপি ত্বরিতং জগ্মুর্হর্ষোৎসুক্যাবেগবশাৎ॥ বি০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নবকুঙ্কুম কিঞ্জল্ক থেকে মুখপঙ্কজ শোভা যাদের, সেই গোপীগণ। **বলিভিঃ**—স্বর্ণমুদ্রা-রত্নহার বহুমূল্য বস্ত্র-নারিকেলাদি ফল-অক্ষত-দূর্বা-চন্দন-মালাদি স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করত স্বর্ণরসেরঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত করত বাম হস্তে নিয়ে। স্থূল নিতম্বিনী হয়েও দ্রুত যেতে লাগলেন হর্ষ-ঔৎসুক্য-বেগবশে॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ভক্তিবিশেষেণ পুনস্তা এব বর্ণয়তি—গোপ্য ইতি। শিখা ধম্মিল্লাগ্রাণি, নন্দালয়ং ব্রজন্ত্য এব বিশেষতো রেজুরিতি তাসাং দেহাদিশোভাশত-সম্পত্তৌ সত্যামপি শ্রীনন্দনন্দনপ্রেমসম্বন্ধেনৈব বিশেষতঃ শোভেতি ভাবঃ॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই গোপীদের ভক্তিবিশেষ থাকায় পুনরায় তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে—গোপ্য ইতি। **শিখা**—খোঁপার উপর থেকে **ব্রজতি বিরেজুঃ** নন্দালয় যেতে যেতেই 'বি+রেজু' বিশেষ ভাবে দীপ্তি পেতে লাগলেন; এই কথার ধ্বনি হল, শত শত দেহাদি শোভা-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীনন্দনন্দন-প্রেম সম্বন্ধেই তাদের শোভার বিশেষ উজ্জ্বলতা হয়॥ জী০ ১১॥

১২। তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যো জনমুজ্জগুঃ॥

১২। অন্বয় ঃ তাঃ (সমাগতাঃ গোপ্যঃ) বালকে (যশোদানন্দনে) 'চিরং পাহীতি' আশিষং প্রযুঞ্জানা হরিদ্রাচূর্ণ তৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যঃ অজনং (ভগবন্তং) উজ্জগুঃ (বালক মঙ্গলার্থম্ উচ্চৈঃ গীতবত্য)।

১২। মূলানুবাদ ঃ গোপীগণ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করত বালককে আশীর্বাদ করলেন, রাজা হয়ে চিরকাল পালন করতে থাক। অতঃপর বাইরে এসে হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈল মিশ্রিত জলে সকলকে ভিজিয়ে দিতে দিতে উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করতে লাগলেন।

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বর্ণিতা অপি তাঃ পুনর্ভক্তিভরেণাতৃপ্ত্যা বর্ণয়তি গোপ্য ইতি। শিখা ধম্মিল্লাগ্রাণি। ব্রজতীর্ব্রজন্ত্যঃ॥ বি০ ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শোভা উক্ত প্রকারে বর্ণন করা হলেও ভক্তির আতিশয্যে অতৃপ্তি বশতঃ পুনরায় বর্ণন করতে লাগলেন—গোপ্য ইতি। **শিখাচ্যুত**—খোঁপার উপর থেকে স্খলিত। **ব্রজতি**—চলতে চলতে॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ চিরং পাহীতি তাসামত্যুল্লাসোক্তিঃ, তয়া চ তস্য সার্ব্বদিকীং সর্বসম্পত্তিমাত্মনা সঙ্গতিমাত্মনি প্রীতিং চাশাসত। অল্পার্থে কঃ। অত্যন্তবাল্যাৎ বালক ইতি তদানীং তস্মিংস্তদেবোচিতমিতি ভাবঃ। যদ্বা, বালকেঽপি, ততশ্চ প্রেমস্বভাবাদেব ইতি। অজনং ভগবন্তমুজ্জগুঃ, উচ্চৈর্মঙ্গলগীতপ্রবন্ধেন বা, বালকমঙ্গলার্থং তমকীর্ত্তয়ন্। জীবেতি পাঠস্তু তাসমতিকারুণ্যোক্তিঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ সর্বেষাম্॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ চিরং পাহীতি—এটা গোপীদের অতি উল্লাস-উক্তি—এর দ্বারা তাঁরা কৃষ্ণের জন্য সর্বকালীয় সর্বসম্পত্তি প্রার্থনা করলেন, আর নিজেদের সহিত মিলন এবং নিজেদের প্রতি প্রীতি প্রার্থনা করলেন। **বালক**—অল্পার্থে—'ক'—খুব মৃদুল ছোট্ট শিশু। সদ্য জাত বলে তদানীং তার প্রতি এরূপ প্রার্থনাই উচিত হয়েছে। অথবা, 'বালকেঽপি' ছোট্ট শিশুর নিকটও এরূপ প্রার্থনা—প্রেম স্বভাব বশেই হয়েছে। **অজনমুজ্জগুঃ**—ভগবন্তম্+উজ্জগু অর্থাৎ শ্রীভগবানকে উচ্চস্বরে মঙ্গলগীত প্রবন্ধে অথবা নামরূপগুণাদি ধরে কীর্তন করতে লাগলেন, বালকের মঙ্গলের জন্য॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সূতিকান্তর্গৃহং প্রবিশ্য চিরং পাহীতি রাজপুত্রত্বেন রাজা ভূত্বেতি ভাবঃ। জীবেতি পাঠে বাৎসল্যকারুণ্যোদয়ঃ। ততো বহির্নিঃসৃত্য হরিদ্রাদিভিঃ পরস্পরং জনং সিঞ্চন্ত্য উচ্চৈর্জগুঃ॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সূতিকা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে আশীর্বাদ করলেন, **চিরংপাহি** চিরকাল পালন কর। যেহেতু তুমি রাজপুত্র, রাজা হয়ে পালন কর, এরূপ ভাব। 'চিরং জীব' এরূপ পাঠে—বাৎসল্য-কারুণ্য-উদয় হেতু আশীর্বাদ করলেন—চিরকাল বেঁচে থাকো বাছা॥ বি০ ১২॥

১৩। অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে॥

১৩। অন্বয় ঃ কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরে অনন্তে নন্দস্য ব্রজম্ আগতে বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি অবাদ্যন্ত (বাদকৈরিতি শেষঃ)।

১৩। মূলানুবাদ ঃ স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্যে অনন্ত বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ব্রজে অবতীর্ণ হলে তন্নিমিত্তক মহোৎসবে বিচিত্র বাদ্য সকল বাদিত হতে লাগল।

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ অবাদ্যন্ত বাদকৈরিতি শেষঃ। বিচিত্রাণি—'ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্। বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনম্॥' ইতি চতুর্ব্বিধানি। একৈকস্যান্তরবৈচিত্র্যা বাদনবৈচিত্র্যা চ বিচিত্রাণি, কিংবা অবাদ্যন্ত ব্রজবাদিত্রেষু বাদ্যমানেষু জগতি যানি বাদিত্রাণি, তান্যপি স্বয়ং জনৈশ্চ বাদিতানি বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্মহোৎসবে যাবদুৎসবোপরি বিরাজমানে তন্মহে, তত্রাপি হেতবঃ—কৃষ্ণে জগচ্চিত্তাকর্ষকমাহাত্ম্যতয়া স্বয়মবতীর্ণে ভগবতি বিশ্বেশ্বরে সর্বপ্রভৌ অনন্তে স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যৈরপরিচ্ছিন্নে নন্দস্য ব্রজং পরমপ্রেমানন্দামৃত-সমুদ্রতয়া পরমং নিজোচিতপদম্ ঈয়ুষি তস্মিন্নুদয়তীত্যর্থঃ। আগত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ জী॰ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অবাদ্যন্ত—বাদকগণের দ্বারা বাদিত হতে লাগল। **বিচিত্রাণি**—বীণা, খোল, বাঁশী এবং কাসি প্রভৃতি বাদ্য। একেক বাদ্যের এক একরূপ শব্দ, এতে বিচিত্র। আবার একই বাদ্যের বাজানের বিভিন্নতায় বিচিত্র। অথবা 'অবাদ্যন্ত' ব্রজজন বাজাতে লাগলে জগতে যত কিছু বাদ্য তা বাদকের দ্বারা বাদিত হতে লাগল কিম্বা স্বয়ংই বাজতে লাগল। এখানে হেতু হল—মহোৎসব। সকল উৎসবোপরি বিরাজমান, তাই এটি মহোৎসব। এই মহোৎসবের আবার হেতু হল—স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব। **কৃষ্ণে**—জগচ্চিত্তাকর্ষক মাহাত্ম্য থাকায় যিনি কৃষ্ণ সেই স্বয়ং ভগবান্, **বিশ্বেশ্বরে**—সর্বপ্রভু, **অনন্তে**—স্বরূপ ও ঐশ্বর্য মাধুর্যে অসীম। **নন্দস্য ব্রজং**—নন্দের গৃহে—ব্রজ পরম প্রেমানন্দ অমৃত-সমুদ্র, অতএব ইহাই কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিজোচিত ধাম, সেইখানে এসে আবির্ভূত হলে॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অবাদ্যন্তেতি ত্রিলোক্যামেব যতঃ কৃষ্ণে বিশ্বস্যৈবেশ্বরে তানি বাদ্যান্যনন্তান্যেব যতোঽনন্তে ইতি॥ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অবাদ্যন্ত—স্বর্গমর্তপাতাল ত্রিলোকেই বাদিত হতে লাগল। কারণ **কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরে**—শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত বিশ্বেরই ঈশ্বর। **অনন্তে**—অনন্তের আগমন কিনা, তাই বাদ্যও অনন্ত প্রকারই বাদিত হতে লাগল॥ বি॰ ১৩॥

১৪। গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥
১৫। নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ॥
১৬। তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ॥

১৪। **অন্বয়** ঃ গোপাঃ হৃষ্টাঃ দধিক্ষীর ঘৃতাম্বুভিঃ পরস্পরং আসিঞ্চন্তো (আ-সম্যক্ সিঞ্চন্তঃ) নবনীতৈঃ বিলিম্পন্তঃ চ চিক্ষিপুঃ (দধ্যাদীনি দ্রব্যাণি ইতস্ততঃ নিক্ষেপয়ামাসুঃ)।

১৫-১৬। **অন্বয়** ঃ মহামনাঃ নন্দঃ তেভ্যঃ (গোপেভ্যঃ গোপীভ্যশ্চ) সূতমাগধবন্দিভ্যঃ [চ] যে অন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ (গায়কা বাদকাশ্চ (তেভ্যোঽপি) বাসোঽলঙ্কার গোধনং [প্রাদাৎ]।

অদীনাত্মা (উদার চিত্ত নন্দঃ) বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্য উদয়ায় চ তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (যেষাং যে কামাঃ তেষাং পূরণৈঃ) যথোচিতং অপূজয়ৎ (সম্মানিতবান্)।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ গোপগণ পরস্পর দধি-ক্ষীর-ঘৃত-জল সেচেন করতে লাগলেন। পরস্পরের অঙ্গে নবনীত লেপন করতে লাগলেন এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে এসে পরস্পরকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন পিচ্ছিল পঙ্কে।

১৫-১৬। **মূলানুবাদ** ঃ মহা উদার মনা শ্রীনন্দমহারাজ এই সব গোপ-গোপী, সূত-মাগধ-বন্দীদিকে এবং এ ছাড়া নৃত্যগীতবাদ্য শস্ত্র-শাস্ত্রাদি বিদ্যোপজীবি যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলকে বস্ত্র-অলঙ্কার-গো এবং স্বর্ণাদি প্রদান করলেন। উদারমনা হেতু এরূপ দান করেই যে তৃপ্ত হলেন, তা নয়। পরন্তু শ্রীবিষ্ণুসন্তোষ ও তার ফলে পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে যা চাইল, তাই দান করবার পর সকলকে যথোচিত সম্মান করলেন, মালাচন্দনাদি দ্বারা।

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ হৃষ্টাঃ সন্তো দধ্যাদিভিঃ পরস্পরম্ আ সম্যক্ সিঞ্চন্তঃ, নবনীতৈশ্চ পরস্পরং বিশেষেণ লিম্পন্তঃ পরস্পরং চিক্ষিপুঃ, বলেন প্রচ্ছন্নতয়া বা পিচ্ছিলপঙ্কে স্খলয়ামাসুঃ॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **আসিঞ্চন্তো**—আ+সিঞ্চন্তো—'আ' সম্যক্—আনন্দ হুল্লোরে পরস্পরকে দধি প্রভৃতিতে একেবারে ভিজিয়ে জবজবে করে দিলেন **বিলম্পন্তো**—বি+লম্পন্তো—পরস্পরের অঙ্গে মাখন ঘষে ঘষে মেখে দিতে লাগলেন। **চিক্ষিপুঃ**—পরস্পরকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন পিচ্ছিল পঙ্কে॥ জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ চিক্ষিপুঃ প্রয়াসার্থং বলেন প্রচ্ছন্নতয়া বা পিচ্ছল পঙ্কে স্খলয়ামাসুঃ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **চিক্ষিপুঃ**—হাস্য-পরিহাসে চুপি চুপি বা বল প্রয়োগে একে অন্যকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন পিচ্ছিল পঙ্কে॥ বি০ ১৪॥

১৫-১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্দ ইতি যুগ্মকম্। তেভ্যো গোপেভ্যো গোপীভ্যশ্চ তথা সূতাদিভ্যশ্চ যে চান্যে বিদ্যোপজীবিনঃ গায়কা বাদকাদয়শ্চ, তেভ্যোঽপি বাসআদিকং প্রাদাদিতি শেষঃ। তত্র ধনং স্বর্ণরূপ্যাদি, যথোচিতমিত্যুত্তরপদ্যপদেনাত্রাপ্যন্বয়ঃ। স্বত এব অদীনাত্মা উদারচিত্তঃ সম্প্রতি তু মহামনা ইতি পুনরুক্তিঃ পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণমনস্ত্বেন তত্রৌদার্য্য-বিজ্ঞত্বাদি-গুণানাং মুহুরতিশয়িতাভিপ্রায়েণ, ন কেবলং তাবতা তৃপ্তবান্, কিঞ্চ, তৈস্তৈরিতি। তৈস্তৈঃ কামৈঃ সহ পুনশ্চ যে যে স্বৈরং প্রার্থিতাস্তত্তৎ-কামদানপূর্ব্বকং সর্ব্বাংস্তান্ যথোচিতং জাতি-বয়োবিদ্যানুরূপম্ অপূজয়ৎ, স্রক্চন্দন-তাম্বূলপ্রোৎসাহনাদিভিঃ সম্মানিতবাংশ্চ। দানাদেরুদ্দেশমাহ—বিষ্ণোরারাধনস্য যোঽর্থঃ ফলং তৎসন্তোষস্তস্মৈ, পরমবৈষ্ণবত্বাৎ কামি-তার্থানন্ত্যকামত্বাচ্চ; ন ত্বপূর্ব্বমাত্রায়, তথা স্বপুত্রস্যাভ্যুদয়ায় চ, অনেন কর্ম্মণা শ্রীবিষ্ণুঃ প্রসীদতু, তৎপ্রসাদেন মম পুত্রাভ্যুদয়ো ভবত্বিতি সঙ্কল্পয়ন্নিত্যর্থঃ। অথ চ বিষ্ণোরারাধনস্য যৎ ফলং তদ্রূপায় তদভ্যুদয়ায় তদ্গৃহে রূপ-গুণ-লীলৈশ্বর্য্য প্রকাশনায় ইতি পদশ্লেষেণ যদেবং মননপ্রাপ্তং, তচ্চ তস্য রাগপ্রাপ্তত্বাৎ পরমমহদিতি প্রকরণার্থেন চ মুনীন্দ্রঃ সিদ্ধান্তমপি বিন্যাস্তদিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ-শব্দোঽপ্যর্থে, স চ দুর্ল্লভত্বং সূচয়তি—'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্' (শ্রীভা০ ১০।৮।৪৬) ইত্যাদেঃ, 'নেমং বিরিঞ্চঃ' (শ্রীভা০ ৮।২৩।৬) ইত্যাদেঃ, 'যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ' (শ্রীভা০ ১০।৪৬।৩০) ইত্যাদেশ্চ ॥ জী০ ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ 'নন্দ ইতি' দুটি শ্লোক এক সঙ্গে ব্যাখ্যা—**তেভ্যো**—গোপ-গোপীগণকে, তথা সূতাদিকে এবং অন্য যে সব **বিদ্যোপজীবিনঃ**—গায়ক বাদকাদি উপস্থিত, তাদিকেও বস্ত্রাদি দান করলেন। এখানে **ধনং**—স্বর্ণ রৌপ্যাদি—এ সব কিছুই দিলেন এবং যথোচিত পূজা করলেন। স্বতঃই **অদীনাত্মা**—উদার চিত্ত শ্রীনন্দমহারাজ, এখন তো কৃষ্ণজন্ম হেতু হয়ে উঠলেন মহামনা। এই 'মহামনা' শব্দটি পূর্বে প্রথম শ্লোকে একবার ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে পুন-রুক্তির অভিপ্রায় হল, পূর্ববৎ কৃষ্ণমনা হেতু শ্রীনন্দমহারাজের ঔদার্য্য-বিজ্ঞতাদি গুণসাগর মুহুর্মুহু যে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্ছে, এইটি বুঝানো। উপযুক্ত প্রকারে দান করেই যে তৃপ্ত হলেন তা নয়। আরও, তৈস্তৈঃ ইতি। নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে পূর্বোক্ত জনেরা পুনরায় যে যা চাইলেন তা সব কিছু তাদিকে দিলেন এবং **যথোচিতমপূজয়ৎ**—জাতি বিদ্যা-অনুরূপে পূজা করলেন—মালা-চন্দন-তাম্বুল প্রশংসাদি দ্বারা সম্মানিত করলেন।

এইবার দানের উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে—বিষ্ণু আরাধনের ফল হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তোষ। নন্দমহারাজ সেই বিষ্ণু-সন্তোষের জন্য দান করছেন। কর্মফল স্বর্গাদি লাভার্থে নয়, কারণ তিনি পরমবৈষ্ণব এবং তাঁর ঈপ্সিত বস্তু সমস্ত কামনার সীমায় অবস্থিত। **চ**—তথা তার এই দান নিজপুত্রের মঙ্গলের জন্য। এই কর্মের দ্বারা বিষ্ণু সন্তুষ্ট হউন—তাঁর প্রসাদে আমার পুত্রের মঙ্গল হউক, এরূপ ভাব। অতঃপর বিষ্ণু-আরাধনের যে ফল তদ্রূপ কৃষ্ণ সমৃদ্ধির জন্য এবং নন্দগৃহে কৃষ্ণের রূপগুণলীলার ঐশ্বর্য প্রকাশনের জন্য (নন্দমহারাজ দান করলেন)।—এইরূপে পদ শ্লেষের দ্বারা যেহেতু নন্দমহারাজ এইরূপ মনোভাব প্রাপ্ত হলেন এবং তার এই ভাব অনুরাগ দশা প্রাপ্ত হল—সেই হেতু তার এই ভাবটি পরম মহৎ। আরও এইরূপে প্রকরণ-

১৭। রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।
ব্যচরদ্দিব্যবাসস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা॥

১৭। অন্বয় ঃ নন্দগোপাভিনন্দিতা (নন্দেন গোপৈশ্চ সম্মানিতা) মহাভাগা (মহাভাগ্যবতী) রোহিণী দিব্যবাসঃ স্রক্‌কণ্ঠাভরণ ভূষিতা ব্যচরৎ (ইতস্ততো বভ্রাম)।

১৭। মূলানুবাদ ঃ মহাভাগ্যবতী রোহিণীদেবী নন্দরাজের দ্বারা অভিনন্দিতা হওয়ত দীব্যবসন-মালা-হারে বিভূষিতা হয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

প্রয়োজনে মুনীন্দ্রও সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন, এরূপ ভাব। মূল শ্লোকের চতুর্থ চরণের 'চ' শব্দের 'অপি' অর্থে নন্দমহারাজের ভাবের দুর্লভতা সূচিত হয়—যে দুর্লভতা পরবর্তী উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে ধ্বনিত হয়েছে, যথা—ভা০ ১০।৮।৪৬ অর্থাৎ "নন্দমহারাজ কি এমন তপস্যা করেছিলেন", ইত্যাদি। (ভা০ ১০।২৩।৬)—"এইরূপ অনুগ্রহ ব্রহ্মা-লক্ষ্মী প্রভৃতি পান নি।" (ভা০ ১০।৪৬।৩০)—"শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের এরূপ অনুরাগ-যুক্তা বুদ্ধি হয়েছে—সুতরাং আপনারা দুজন ইহ জগতে প্রাণীগণের পূজ্যতম॥" জী০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মহামনাঃ মহোদারমনাঃ প্রাদাৎ যেঽন্যে তেভ্যোঽপি বিদ্যাঃ নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রশাস্ত্রাদ্যাঃ তৈস্তৈরিতি যান্ যান্ অযাচন্তেত্যর্থঃ। যথোচিতং বিদ্যা-গৌরবাদিকমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ। দানাদেঃ ফলমাহ—বিষ্ণোরারাধনস্যার্থঃ। বিষ্ণুসন্তোষস্তস্মৈ তস্যাপি ফলং স্বপুত্রস্যাভ্যুদয়ঃ। অনেন দানাদিকর্ম্মণা বিষ্ণুঃ প্রসীদতু। বিষ্ণোঃ প্রসাদেন মৎপুত্রঃ কুশলী ভবত্বিতি সঙ্কল্পয়ন্নিত্যর্থঃ চকারেণ নবগ্রহ-দিক্‌পালাদীনামপি স্বপুত্রং প্রতি প্রসাদার্থম্॥ বি০ ১৫-১৬॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহামনাঃ—মহা উদার মনা নন্দমহারাজ খোলাহাতে দান করলেন—যে অন্য সব এসেছে তাদেরও দান করলেন—**বিদ্যাঃ**—নৃত্যগীতবাদ্য-শস্ত্র-শাস্ত্র প্রভৃতি। **তৈস্তৈঃ ইতি**—যা যা যাচ্ঞা করলেন। **যথোচিতং**—যথোচিত দান করলেন, বিদ্যা গৌরবাদি লঙ্ঘন না করে। দানাদির ফল বলা হচ্ছে, যথা—**বিষ্ণোরারাধনার্থায়**—বিষ্ণু আরাধনের ফল হল, বিষ্ণুর সন্তোষ বিধান, সেই জন্যই দান। আবার এরও ফল নিজ পুত্রের মঙ্গল। এই দানাদি কর্মের দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হউন—বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পুত্র মঙ্গলময় হউক, এইরূপ সঙ্কল্প করে দান॥ বি০ ১৫-১৬॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ রোহিণী—রোহয়তি জনয়তি ব্রজসুখং তচ্ছীলেতি রোহিণী, অত্যৈব স্বনামনিরুক্তিসাফল্য-পরমোৎকর্ষং প্রাপ্তেতি ভাবঃ; সা চ মহাভাগা তাদৃশ-স্বীয়-পুত্রোদয়েন তস্যাপি পরমপ্রেয়স্যা নিজপ্রাণসহচর্য্যাঃ শ্রীযশোদায়াস্তনয়স্যাপ্যুদয়েন চ তত্তদ্বাল্যাদিলীলামাধুর্যলাভেন চান্যাভ্যঃ শ্রীবসুদেবপত্নীভ্যঃ শ্রীদেবকীতশ্চ ভাগ্যবিশেষবতী তদাগমনমাত্রেণ মঙ্গলেনৈবায়ং মম পুত্রো জাত ইতি শ্রীমন্নন্দাভিধ-গোকুলরাজেনাভিনন্দিতা সতী, 'গোপো ভূপেঽপি' ইত্যমরঃ। শ্রীমন্নন্দেন গোপৈশ্চা-ভিনন্দিতা সতীতি বা যদুল্লাসেনৈব তদ্দত্তানি দিব্যানি মর্ত্যদুর্ল্লভানি যানি বাস-আদীনি, স্বয়মপি তদুল্লাসে-

১৮। তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥

১৮। অন্বয় ঃ হে নৃপ! হরেনিবাসাত্মগুণৈঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ (সর্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণঃ) নন্দস্য ব্রজঃ তত আরভ্য (শ্রীকৃষ্ণ জন্মারভ্য) রমাক্রীড়ং (লক্ষ্মীণাং বিহারস্থানম্) অভূৎ।

১৮। মূলানুবাদ ঃ (যদি বলা যায় এই বৃহৎ ব্যাপারে শ্রীনন্দমহারাজ সব কিছু নির্বাহ করলেন কি করে, এরই উত্তরে—) হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাভূমি ব্রজ নিজস্ব গুণেই স্বতঃ সমৃদ্ধিমান্। এখন তো আবার কৃষ্ণ-জন্মদিন থেকে হয়ে উঠল সর্বসম্পত্তির ক্রীড়াভূমি। (কাজেই কোনও অভাবের প্রশ্নই উঠতে পারে না।)

নৈব সর্ব্বদুঃখং বিস্মৃত্য তৈর্ম্মণ্ডিতা সতী ব্যচরৎ, মহোৎসবে তস্মিন্ প্রীত্যা বিবিধ-ব্যাপারেণ ইতস্ততো বভ্রাম ইত্যর্থঃ। এতদর্থমেব স্বগৃহান্তঃশায়িতস্য তদীয়াভিনব-বালকস্যাত্রানুক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ রোহিণী—'রোহয়তি জানয়তি ব্রজসুখং ইত্যাদি' অর্থাৎ রোহিণী নামের নিরুক্তি হল, ব্রজের সুখ প্রদায়িনী—এরূপ স্বভাবা। আজই নিজ নাম-নিরুক্তির সাফল্য পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হল, এরূপ ভাব। বলরামের মতো নিজপুত্র জন্মের দ্বারা তিনি পূর্বেই হয়েছেন **মহাভাগা**—মহাভাগ্যবতী, এখন আবার তারই পরমপ্রেয়সী নিজপ্রাণসহচরী শ্রীযশোদার পুত্রের জন্মের হেতু ও সেই সেই বাল্যাদি লীলামাধুর্য লাভ হেতু অন্য বসুদেবপত্নী থেকে এমন কি দেবকীর থেকেও বিশেষ ভাগ্যবতী এই রোহিণীদেবী—এই রোহিণীর আগমনমাত্র মঙ্গল হেতুই আমার এই পুত্র জাত হল, এইরূপ ধারণা হেতু নন্দ নামক গোকুলরাজের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে, অথবা শ্রীমন্ নন্দ এবং অন্য গোপ-গণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে (রোহিণীদেবী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন)। এই উল্লাস হেতুই **দিব্য**—মর্তদুর্লভ যে যে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি নন্দমহারাজ দিলেন—নিজেও কৃষ্ণজন্ম-উল্লাস হেতু সর্বদুঃখ ভুলে গিয়ে ঐ বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে **ব্যচরৎ**—এই মহোৎসবে কৃষ্ণপ্রীতিতে বিবিধ ব্যাপারে ইতস্ততঃ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলেন। কৃষ্ণ জন্মোৎসব আনন্দে সব কিছু ভুল হয়ে যাওয়াতেই স্বগৃহান্তরে শায়িত তদীয় অভি-নব বালকের কথা এখানে শ্রীশুকদেবের বলা হয় নি, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মহাভাগা বসুদেবপত্নীভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলোৎসব লাভাদিতি ভাবঃ। নন্দগোপেন নন্দরাজেন, গোপো ভূপেঽপীত্যমরঃ। অভিনন্দিতা ত্বদাগমনমঙ্গলেন এব মৎপুত্রোঽয়মভূদিতি। ব্যচরৎ সমাগতস্ত্রীজনসম্মাননার্থমিত্যর্থঃ। দিব্যবাসাদিভিঃ শ্রীযশোদানন্দাভ্যাং দত্তৈ-র্ভূষিতা পত্যুর্বন্ধনাদিদুঃখং স্বস্য চ তদ্বিচ্ছেদাদিদুঃখং কৃষ্ণজন্মোৎসবানন্দেন বিস্মৃতৈবেতি ভাবঃ॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহাভাগা—বসুদেবের সকল পত্নীর মধ্যে মহাভাগ্যবতী হলেন রোহিণী দেবী। কারণ শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ বাল্যলীলা দর্শন একমাত্র তাঁরই হয়েছিল। **নন্দগোপ**—নন্দরাজ—"গোপ ভূপ, একই তাৎপর্যবাচক"—অমর কোষ। **অভিনন্দিতা**—নন্দরাজের দ্বারা প্রশংসিতা,

আপনার শুভ আগমন হেতুই আমার পুত্র জন্মাল, এইরূপ প্রশংসা। **ব্যচরৎ**—বিশেষ কাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—সমাগত স্ত্রীজনের সম্মানার্থ। শ্রীযশোদা-নন্দের এ দুজনের দেওয়া দিব্যবাসাদিতে ভূষিতা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—পতির বন্ধন-দুঃখ ও নিজের পতি-বিরহদুঃখ সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-আনন্দে ভুলে গিয়ে ॥ বি০ ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্বু সদ্য এব ধেনুনিযুতদ্বয়স্য সম্যগলঙ্কারসম্পাদনং সপ্ত-তিলাদ্র্যাদি-সাধনং ব্রজাসংখ্যেয়-ধেনুবৃষাদ্যলঙ্করণং বহুবস্ত্রালঙ্কারাদি-দানঞ্চ কথং সিদ্ধমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত ইতি। প্রাক্ স্বত এব 'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যম্' (শ্রীভা০ ১০।১।২৮) ইত্যাদি-ন্যায়েন, 'যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি'—ইত্যাদি-তাপনীশ্রুত্যা 'জয়তি জননিবাসঃ' (শ্রীভা০ ১০।৯০।৪৮) ইতি, 'প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্' (শ্রীভা০ ১০।২৬।২৫) ইতি, 'ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ'—ইতি শ্রীশুকোক্ত্যা চ হরের্নিবাসভূতো য আত্মা, তস্য স্বস্যৈব যে গুণাস্তৈঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ব্রজঃ, তত ইতি তত্তস্য জন্মারভ্য তু রমাক্রীড়মভূৎ বভূবু। 'চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' (শ্রীব্র সং ৫।৪০) ইতি ব্রহ্মসংহিতানুসারেণ তত্তন্মন্ত্রাদৌ স্বয়ং ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীতয়া সেব্য-ত্বেন। 'নায়ং শ্রিয়ঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদৌ বৈকুণ্ঠ-শ্রীবিজয়েন তাসু স্বর্যোষিদাদি-সর্ব্বান্যযোষিত্ত্ব-পরিহারেণ চ ব্রজদেবীনামেব পরমরমারূপাণাং তাসামপি পরমরমায়াঃ শ্রীরাধায়াশ্চ তদানীমেবাবির্ভাবাদ্বিহার স্থানমপি বভূবেত্যর্থঃ। যদি চ 'তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্' সন্ 'হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়ম্' যথা স্যাত্তথাভূদিতি সরলান্বয়ঃ ক্রিয়তে, তদপি পূর্ব্ববদেবার্থঃ প্রসজ্জতে, তদারভ্য তস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ আসীদিতিমাত্রং কিং বক্তব্যং, যঃ খলু হরিনিবাসলক্ষণস্য স্বরূপস্য গুণৈ রমাণাং তাসামপ্যাক্রীড়তয়াসীদিতি, ততো জগল্লক্ষ্মীদৃষ্ট্যাপ্যাকস্মিক-সর্ব্বসম্পত্তিসম্ভবাত্তদানীং তত্র কিমিবাসম্ভবং, যত্র চিন্তামণি মন্দিরাদয়োঽপি নিগূঢ়লীলায়াং সন্তীতি ভাবঃ। তাঞ্চাষ্টাবিংশাধ্যায়াদৌ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। তদেবং প্রসঙ্গতঃ শ্রীব্রজদেবীনামপি ভগবদ্বৎপ্রাকট্যমাত্রং জন্ম সূচিতং, রমাক্রীড়-শব্দেন চ সর্ব্বসমৃদ্ধিমত্ত্বে বাচ্যে পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ, রমান্তরা-ক্রীড়ত্বে বাচ্যে প্রসিদ্ধিবিচ্যুতির্ভবতি, হরের্নিবাসাত্মগুণৈরিত্যেতাবতা বিবক্ষিতসিদ্ধেরাত্মপদবৈয়র্থ্যং জায়তে, তস্মাদবিচার-প্রতীতমর্থান্তরং নাদৃতম্॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্ব পক্ষ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য অসংখ্য ধেনু, নানাবিধ মহামূল্যবান্ অলঙ্কার বস্ত্র এবং সপ্ত তিলাদ্রি ইত্যাদির ব্যবস্থা কি করে হলো? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—'তত' ইতি। "মথুরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান্" (ভা০ ১০।৩।২৮), "যিনি হাসি হাসি মুখ শোভায় ব্রজগোপীগণের কাম বর্ধন করছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন"—(ভা০ ১০।৯০।৪৮), আরও "যিনি এক হাতে গোবর্ধন ধারণ করেছেন সেই গোসমূহের প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।"—(ভা০ ১০।২৬।২৫)। আরও, "ভগবান্ গোকুলেশ্বর' এইরূপ শুকোক্তি দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ-জন্মের পূর্বেই স্বভাবত **হরের্নিবাসাত্মাগুণৈঃ**—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্থিতি থেকে লব্ধ যে 'আত্মা' স্বভাব, সেই স্বভাব-গুণেই সর্বসমৃদ্ধিমান্ ব্রজ, **তত আরভ্য**—সেই ব্রজ কৃষ্ণজন্ম আরম্ভ থেকে **রমাক্রীড়মভূৎ**—

১৯। গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ॥

১৯। অন্বয় ঃ কুরূদ্বহঃ [হে] (কুরুবংশীয়রক্ষক) নন্দঃ গোপান্ গোকুল রক্ষায়াং নিরূপ্য (নিযুজ্য), কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং মথুরাং গতঃ।

১৯। মূলানুবাদ ঃ হে কুরুবংশধর! অনন্তর নন্দগোপগণকে গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গমন করলেন নন্দমহারাজ।

রমার ক্রীড়াভূমি হয়ে উঠল। এখানে এই রমা পদে কাদের লক্ষ্য করা হয়েছে, তাই এবার বিচার করা হচ্ছে—শ্রীব্রহ্মসংহিতার ৫।৪০ শ্লোকে দেখা যায়, "গোলোকে শ্রীগোবিন্দ নিত্যকাল শ্রীভগবানের নিত্য প্রেয়সী লক্ষ্মী সহস্রের দ্বারা সেবিত হন নিত্যকাল।" আরও শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬০ শ্লোকের 'নায়ং শ্রিয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়, নারায়ণের বক্ষ-বিলাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর ব্রজের কৃষ্ণের সেবাধীকার নেই, কাজেই এখানে 'রমা' পদে পরমলক্ষ্মীরূপা ব্রজদেবীগণ এবং তাঁদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠা পরমলক্ষ্মীরূপা রাধা, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসছে—তদানীং এই রাধাদি গোপীদেরও আবির্ভাব হেতু তাঁদের বিহারস্থলী হয়ে উঠল এই ব্রজ। আরও, যদি সরল ভাবে অন্বয় এইরূপ করা যায়, যথা—'তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব-সমৃদ্ধিমান্' সন্ হরের্নিবাসাত্মগুণৈঃ রমাক্রীড়ম্ যথা স্যাত্তথাভূত্তদিতি' অর্থাৎ 'কৃষ্ণজন্ম দিন থেকে নন্দব্রজ সর্বসমৃদ্ধিমান্ হয়ে হরির নিবাসাত্ম গুণে রমার বিলাস ভূমি হয়ে উঠল।' এরূপ সরল অন্বয়েও পূর্ববৎ অর্থই আসে—কৃষ্ণজন্মারম্ভ থেকে তাঁর ব্রজ সর্বসমৃদ্ধিমান্ হয়েছিল—এইটুকু মাত্রই বলার শেষ নয়। আরও, এই ব্রজ তৎকালে হরির নিবাসলক্ষণ স্বরূপের গুণে **রমাক্রীড়মভূৎ** সেই রাধাদি ব্রজগোপীগণের ক্রীড়া-ভূমি হয়ে উঠল। সুতরাং জগৎ-লক্ষ্মীদের দৃষ্টিমাত্রেই আকস্মিক ভাবে সর্বসম্পত্তি সম্ভব হেতু তদানিং ব্রজে কিসের অসদ্ভাব হতে পারে—এই ব্রজের নিগূঢ় লীলায় চিন্তামণি মন্দিরাদিও বর্তমান হয়ে যায়। অতএব এইরূপে প্রসঙ্গত শ্রীভগবানের মতো ব্রজদেবীগণেরও প্রাকট্যই যে জন্ম, তা সূচিত হল॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু কুবেরেণাপ্যশক্যং নরাণাং কামিতপূরণং শ্রীনন্দরাজেন কথং কৃত-মিত্যত আহ তত ইতি। হরের্নিবাসভূতস্যাত্মনো গুণৈর্ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিমানেব সদা। তত আরভ্য তু রমায়াঃ সর্ব্বসম্পত্তেরাক্রীড়ং ক্রীড়াস্পদমভূৎ। যদি সর্ব্বসম্পত্তিরেব নন্দভবনে ক্রীড়িতুমারেভে তদা কস্য দেয়বস্তু-নস্তত্রাভাব ইতি ভাবঃ॥ বি০ ১৮॥

১৮ শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রশ্ন হচ্ছে, বহুলোকের কামনা পূরণ যা কুবেরেরও অশক্য মানুষের তো দূরের কথা—তা নন্দমহারাজ কি করে সমাধান করলেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, তত ইতি।

হরের্নিবাভূতস্যাত্মনোগুণৈঃ—শ্রীভগবানের নিত্য নিবাসস্থল ব্রজভূমির নিজের গুণেই সর্বদা স্বভাবতঃই সর্বসমৃদ্ধিমান্। কিন্তু **তত আরভ্য**—কৃষ্ণ-জন্মদিন থেকে **রমাক্রীড়মভূৎ**—হয়ে উঠল, 'রমার' অর্থাৎ সর্বসম্পত্তির ক্রীড়াস্থলী। যদি সর্বসম্পত্তি নন্দভবনে ক্রীড়া করতে আরম্ভ করল, তবে আর কোন্ দেয় বস্তুর অভাব পড়তে পারে সেখানে॥ বি০ ১৮॥

২০। বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্॥

২০। অন্বয় ঃ বসুদেবঃ ভ্রাতরং নন্দম্ আগতম্ উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) রাজ্ঞে (কংসায়) দত্তকরং জ্ঞাত্বা তদবমোচনং (বসতিস্থানং) যযৌ (জগাম)।

২০ মূলানুবাদ ঃ এদিকে শ্রীবসুদেব মহাশয় লোক পরম্পরা ভাইয়ের আগমন-বার্তা শুনে এবং অতঃপর রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে—একথা শুনে তাঁর বাসস্থানে গমন করলেন।

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পূর্ব্বমপুত্রত্বেন ধনাদৌ মমত্বাভাবতঃ শ্রীনন্দস্য কংসাদ্ভয়মকিঞ্চনস্যেব নাসীৎ, অধুনা তু পুত্রমহারত্নপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বতঃ শঙ্কোৎপত্ত্যা তদ্রক্ষার্থং ব্যগ্রঃ সন্ তুষ্টতরভয়সমাধানার্থং রাজধানীং শীঘ্রং স্বয়মেব গত ইত্যাহ—গোপানিতি। নিরূপ্য নিযুজ্য বার্ষিকং শ্রাবণস্য বর্ষান্তরারম্ভকত্বাত্তদৈব দেয়ম্। হি কুরূদ্বহেতি, যথা কুরুকুলসন্তানৈকহেতোস্তব রক্ষার্থং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদয়ো ব্যগ্রাস্তথেতি ভাবঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বে পুত্রহীন বলে ধনাদিতে মমতার অভাব বশতঃ নিঃস্ব জনের মতো নন্দের কংস থেকে কোন ভয় ছিল না। এখন কিন্তু পুত্ররূপ মহারত্ন প্রাপ্তি হেতু সকল বিষয়েই শঙ্কার উৎপত্তি হল। কজেই পুত্র রক্ষার্থে ব্যগ্র হয়ে মহাতুষ্টভয় সমাধানের জন্য রাজধানীতে শীঘ্র স্বয়ং গেলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপান্ ইতি। **নিরূপ্য**—গোপগণকে পাহারায় নিয়োজিত করে। **বার্ষিকং**—শ্রাবণ থেকে বর্ষান্তর আরম্ভ হয় বলে ঐ সময়েই বার্ষিক কর দেয়। **হে কুরূদ্বহেতি**—হে কুরুকুল সন্তান! এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, কুরুকুলের একমাত্র সন্তান তোমার রক্ষার জন্য শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি যথা ব্যাগ্র তথা কৃষ্ণের রক্ষার জন্য নন্দমহারাজ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ চিরাৎ সর্ব্বমনোহরপুত্রোৎপত্ত্যা প্রাপ্তমহানিধিরিব "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি" বিমৃশ্য শ্রীনন্দরাজ যথা দেবপিতৃদিক্পালগ্রহাদীন্ পূজাদিভিঃ প্রসাদয়ামাস তথা দেশাধ্যক্ষং দুষ্টনৃপং কংসমপি স্বর্ণমুদ্রা-রত্নবস্ত্রাদ্যুপহারেণ প্রসাদয়িতুং বার্ষিককরদানমিষেণ তৎসমীপং গন্তুং ন বিললম্বে ইত্যাহ গোপানিতি॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বহুদিন পর সর্বমনোহর পুত্র জন্ম নেওয়াতে নন্দমহারাজ যেন মহানিধি প্রাপ্ত হলেন। শুভ ব্যাপারে বহুবিঘ্ন—এইরূপ মনে করে শ্রীনন্দমহারাজ যেমন দেবপিতৃদিক্পালগ্রহগণকে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করলেন তথা দেশাধ্যক্ষ দুষ্ট নৃপতি কংসকে স্বর্ণমুদ্রা রত্ন বস্ত্রাদি উপহার দিয়ে প্রসন্ন করবার জন্য বার্ষিক করদানচ্ছলে তার সমীপে যেতে বিলম্ব করলেন না। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপান্ ইতি॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উপশ্রুত্য জনপরম্পরয়া শ্রুত্বা, শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য সর্ব্বজনাদৃতত্বাৎ। ততশ্চরদ্বারা রাজ্ঞে কংসায় দত্তকরং চ জ্ঞাত্বা, অন্যথা ব্যগ্রচিত্ততয়া সুখগোষ্ঠ্যসম্ভবাৎ; ভ্রাতরং

বৈশ্যকন্যায়াং শূরবৈমাত্রেয়ভ্রাতুর্জাতত্বাদিতি—মধ্বাচার্য্যাঃ। তথোক্তং ব্রহ্মবাক্যে—'তস্মৈ ময়া স বরঃ সংনিসৃষ্টঃ, স চাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা। নাম্না যশোদা স চ শূরতাত-সুতস্য বৈশ্যাপ্রভবোঽথ গোপঃ॥' ইতি। অত্র শূরতাতসুতস্য বৈশ্যায়াং তৃতীয়বর্ণায়াং জাতস্য সকাশাদাস বভূবেত্যর্থঃ। অতএব তেন তস্মিন্ ভ্রাতরিতি মুহুঃ সম্বোধনং ভবিষ্যতি। তদেতদুপলক্ষণং তদ্ভ্রাতৃণাং যথা স্কান্দে মথুরাখণ্ডে শ্রীগোবর্দ্ধনপ্রসঙ্গে—'গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ। রক্ষিতা যাদবা সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ॥' ইতি। তত্রৈবান্যত্র চ বৈশ্যাপ্রভব ইতি পিতামহ্যাস্তজ্জাতিত্বাৎ, অতএব স্কান্দে 'যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া' ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্। 'যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা' ইতি হরিবংশে তদ্ভ্রাতৃন্ প্রতি শ্রীরামবাক্যঞ্চ। তস্য অবমোচনং শকটাদিকম্ অব সমন্তান্মুচ্যতে যত্র তৎকৃতাবাসস্থানং তস্য পূর্ব্বং গমনং পুত্রবার্ত্তোৎকণ্ঠয়া তদ্রক্ষণায় ঝটিতি প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছয়া চ॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বসুদেব **উপশ্রুত্য**—জন পরম্পরা শুনে—শ্রীগোপরাজ নন্দ সর্বজনের আদরের বস্তু তাই জনরব। শুনেই অমনি বসুদেব চর পাঠিয়ে কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে—এ খবর আনলেন। কারণ ব্যগ্রচিত্ত থাকলে সুখে ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। **ভ্রাতরং**—নন্দমহারাজ সম্পর্কে শ্রীবসুদেবের ভাই—পূর্বকালে মথুরার রাজা দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে শ্রীবসুদেবের পিতা শূরের জন্ম, আর বৈশ্য পত্নীর গর্ভে নন্দের পিতা পর্জন্যের জন্ম। ব্রহ্ম বাক্যেও এইরূপই উক্ত হয়েছে—"আমি নন্দনামক তাকে বর দিয়েছিলাম—যাঁর পত্নীর নাম যশোদা এবং শূরের পিতার বৈশ্যপত্নী-ধারায় যে জন্মেছিল এবং গোপজাতি বলে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।" বৈশ্য তৃতীয় বর্ণ—তার থেকে জাত নন্দ। অতএব উভয়ে উভয়ের ভাই সম্বন্ধ—ভাই বলেই ডাকাডাকি চলতো। এই কারণে স্কান্দে মথুরাখণ্ডে গোপগণকে যাদব বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—"ইন্দ্রবৃষ্টি নিবারণ হেতু যেখানে ভগবান্ গোবর্ধন ধারণ করত সকল যাদবগণকে রক্ষা করেছিলেন।" পিতামহ এক জাতি বলে শ্রীভগবান্ নিজেও বলেছেন—"যাদবগণের হিতার্থে আমি গোবর্ধন ধারণ করেছি।" **অবমোচনং**—যে স্থানে গাড়ী থেকে গাড়ীর বলদ বিশ্রামের জন্য খুলে দেওয়া হয় সেই অস্থায়ী বাসস্থানকে বলে 'অবমোচন'—শ্রীবসুদেব গিয়ে উপস্থিত হলেন নন্দের অবমোচনে, পুত্রবার্তা উৎকণ্ঠায় এবং পুত্র রক্ষণের জন্য ঝটিতি নন্দকে ফিরে পাঠাবার ইচ্ছায়॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভ্রাতরং বৈশ্যকন্যায়াং শূর বৈমাত্রেয়ভ্রাতুর্জাতত্বাদিতি ভারততাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যবচনৈরুক্তং ব্রহ্মবাক্যং তস্মৈ ময়া স বরঃ সংনিসৃষ্টঃ স চাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা নাম্না যশোদা সচ শূরতাতসুতস্য বৈশ্যাপ্রভবোঽথ গোপ ইতি বৈশ্যাপ্রভব ইতি পিতামহ্যাস্তজ্জাতিত্বাৎ। অতএব স্কান্দে। যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরোময়েতি ভগবদ্বাক্যম্। যাদবেষু চ সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা, ইতি তদ্ভ্রাতৃন্ প্রতি রামবাক্যঞ্চ। তদেবমোচনং তস্য বসতিস্থানম্॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভ্রাতরং**—যদুবংশের দেবমীঢ় রাজার দুই স্ত্রী—প্রথমা ক্ষত্রিয় কন্যা, দ্বিতীয়া বৈশ্য কন্যা। ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে 'শূর' ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে 'পর্জন্য' বৈশ্য—এই পুত্রদ্বয় দেবমীঢ়ের। পর্জন্যের পুত্র নন্দ গোপ, আর শূরপুত্র বসুদেব ক্ষত্রিয়—এঁরা জ্ঞাতি ভ্রাতা। এদের

২১। তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ॥

২১। অন্বয় ঃ [নন্দঃ] প্রিয়তমং তং (বসুদেবং) দৃষ্ট্বা প্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ (সন্) দেহঃ প্রাণমিব (যথা প্রাণ আগতে সতি মূর্চ্ছিতঃ দেহঃ উত্তিষ্ঠতি তদ্বৎ) সহসা উত্থায় দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) সস্বজে (অলিঙ্গিতবান্)।

২১। মূলানুবাদ ঃ মূর্চ্ছাগত দেহে প্রাণ এলে উহা যেমন সহসা উত্থিত হয়, তেমনই প্রিয়তম বসুদেবকে দেখা মাত্র প্রীত-প্রেমবিহ্বল নন্দমহারাজ সহসা উঠে পড়ে তাঁকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন।

মাতামহ ভিন্ন হলেও পিতামহ এক। এই নন্দযশোদার থেকে কৃষ্ণের আবির্ভাব। এই জন্য কৃষ্ণ স্কন্দপুরাণে বলেছেন—আমি যাদবগণের হিতের জন্য গোবর্ধন ধারণ করেছিলাম—এখানে গোপগণকেই যাদব বলা হল। ভ্রাতা রামের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য, যথা—সকল যাদবগণের মধ্যে আপনারা আমার প্রিয়তম—এখানে 'সকল যাদবগণ' বাক্যে মথুরার জ্ঞাতিগণ ও ব্রজের জ্ঞাতিগণকে লক্ষ্য করা হয়েছে। **তদবমোচনম্**—তার বসতি-স্থান॥ বি০-২০॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তং দৃষ্ট্বা ইত্যাদৌ নন্দ ইত্যধ্যাহার্যং, ততশ্চ কংসভয়াদিনা তস্যাগমনাসম্ভবেঽপি, সহসৈবাগতং তং দৃষ্ট্বা; যদ্বা, সহসা সপত্নেব উত্থায় প্রীতঃ লব্ধ-পরমানন্দঃ, ততশ্চ প্রেম্ণা বিহ্বলঃ কম্পাদি-বিকারৈরাকুলঃ সন্ যতঃ প্রিয়তমম্। যদ্বা, ততঃ প্রেমবিবশঃ ক্ষণং বভূব। তত্র শ্রীনন্দস্তমাগতমিত্যেতাবত্যংশে দেহঃ প্রাণমিবেতি দৃষ্টান্তঃ, ন তু দৃষ্টেত্যাদ্যংশেঽপি, তত্রাসম্ভবেনাব্যাপ্তেঃ। ততশ্চ তং দৃষ্ট্বা ইত্যাদিকং সর্ব্বং যোজয়িত্বা পশ্চাৎ কঃ কিমিবাগতমিত্যুট্টঙ্ক্য যোজনীয়ম্—দেহঃ প্রাণমিবেতি। বর্ণজ্যেষ্ঠস্যাপি শ্রীবসুদেবস্য শ্রীমন্নন্দেনানমস্কৃতত্বাৎ বয়সানুজত্বং লক্ষ্যতে, তচ্চ পুনর্জনিষ্যমানাপত্যস্য বচসা ব্যক্তীভবিষ্যতি 'দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ'—(শ্রীভা০ ১০।৫।২৩) ইত্যাদিনা। যদ্বা, প্রেমবিবশত্বমেব তত্র হেতুরিতি॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মূলের 'তং দৃষ্ট্বা' বাক্যের সহিত এর কর্তা নন্দকে এনে অর্থ করণীয়। অর্থাৎ নন্দমহারাজ বসুদেবকে **দৃষ্ট্বা**- কংস-ভয়াদিতে তাঁর আগমন অসম্ভব হলেও **সহসা দৃষ্ট্বা** - সহসাই আগত দেখে। অথবা, **সহসা উত্থায়** তৎক্ষণাৎ-ই উঠে, **প্রীতঃ**—পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে এবং তৎপর **প্রেমবিহ্বল**—প্রেমের দ্বারা বিহ্বল অর্থাৎ কম্পাদি বিকারে আকুল হয়ে আলিঙ্গন করলেন—কারণ শ্রীবসুদেব তাঁর প্রিয়তম। বর্ণজ্যেষ্ঠ হলেও নন্দ যে বসুদেবকে নমস্কার করলেন না, এতে বুঝা যায় নন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ—এটা পরবর্তী ১০।৫ ২৩ শ্লোকের "দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স" অর্থাৎ হে ভ্রাত, ভাগ্যবশে তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে—ইত্যাদি বাক্য থেকেও বুঝা যায়। অথবা, প্রেমবিশতাই এখানে হেতু॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তং বসুদেবং সস্বজে নন্দঃ ন তু নমশ্চকার বয়সা ততো জ্যেষ্ঠত্বাৎ॥

২২। পূজিতঃ সুখমাসীনং পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে॥
২৩। দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত॥

২২। অন্বয় ঃ [হে] বিশাম্পতে (মহারাজ পরীক্ষিৎ) পূজিতঃ আদৃতঃ সুখং আসীনঃ অনাময়ং (কুশলং) পৃষ্ট্বা স্বাত্মজয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) প্রসক্তধীঃ (আসক্তচিত্তঃ বসুদেবঃ) ইদম্ আহ।

২৩। অন্বয় ঃ [হে] ভ্রাতঃ! দিষ্ট্যা (মহাভাগ্যম্ যৎ) অপ্রজস্য (অনপত্যস্য) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধস্য) প্রজাশায়াঃ (সন্তানবাঞ্ছায়াঃ) নিবৃত্তস্য (রহিতস্য) তে ইদানীং যৎ প্রজাঃ (তনয়ঃ) সম্পদ্যত।

২২। মূলানুবাদ ঃ হে মহারাজ! বসুদেব নন্দ কর্তৃক পূজিত ও কুশল জিজ্ঞাসাদি দ্বারা আদৃত হয়ে আসনে উপবেশন পূর্বক নিজ পুত্রদ্বয়ের প্রতি আবিষ্ট-চিত্ত হয়ে এরূপ বলতে লাগলেন—

২৩। মূলানুবাদ ঃ হে ভ্রাত! এতকাল নিঃসন্তান তুমি এই পরিণত বয়সে এসে সন্তান-আশা ছেড়ে দিয়েছিলে। অধুনা যে তোমার সন্তান হল, এ ভাগ্যেরই ফল।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎদৃষ্ট্বা—বসুদেবকে দেখে নন্দ **স্বস্বজে**—আলিঙ্গন করলেন—কিন্তু প্রণাম করলেন না, কারণ বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠ॥ বি॰ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চার্থাৎ শ্রীনন্দেন পাদ্যাদিনা পূজিতঃ শ্রীবসুদেবঃ, তচ্চ স্ববাসাগতত্বাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্; অনাময়ং কুশলমিত্যর্থঃ। সবিনয়-বচনাদিনা আদৃতশ্চ সন্ ইদং বক্ষ্যমাণ-মাহ—প্রসক্তধীরিতি। বক্ষ্যমাণস্য সর্ব্বস্যাপি পুত্রার্থকত্বাৎ স্বশব্দেন তদানীং তৎসঙ্গস্বভাবেন তস্য ভগবদ্‌বুদ্ধি-মিশ্রত্বেঽপি বাৎসল্যমেবাসীদিতি ভাবঃ। তত্র শ্রীশুকেন স্বানুমোদনঞ্চ ব্যঞ্জিতং, বিশাম্পতে প্রজানাথ॥

২২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ 'ততঃ' বৃ॰ তোষণী—অতঃপর, অর্থাৎ শ্রীনন্দের দ্বারা পূজিত হওয়ার পর, শ্রীবসুদেব এই রূপ বললেন—নিজ বাসস্থানে আগত বলেই এরূপ পূজাদি, এরূপ জানতে হবে। **অনাময়ং**—কুশল। **আদৃতঃ**-সবিনয় বচনাদি দ্বারা আদৃত হয়ে। **ইদং**—নিজের এই বক্তব্য (বলতে লাগলেন) **প্রসক্তধী ইতি**—অর্থাৎ বসুদেব নিজ পুত্রদ্বয়ে আসক্ত-চিত্ত হয়ে বলতে লাগলেন, কারণ যা কিছু বলবেন, সব কিছুরও উদ্দেশ্য পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল। **স্বাত্মজয়ো**—স্বপুত্রদ্বয়ের প্রতি ইত্যাদি। এখানে 'স্ব' শব্দে কৃষ্ণ-রামে নিজ পুত্রবুদ্ধি, এখন আর ভগবৎ-বুদ্ধি নয়—এর হেতু হল, বসুদেবের বাৎসল্য ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্র হলেও তৎকালে নন্দের সঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধমাধুর্যময় বাৎসল্যের উদয়। এরূপ অর্থই শ্রীশুকদেবের অনুমোদিত। **বিশাম্পতে**—হে প্রজানাথ॥ জী॰ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আহ বসুদেবঃ **অনুবাদ ঃ আহ** বসুদেব বললেন॥ বি॰ ২২॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ দিষ্ট্যেত্যনেন রহস্যদূতপ্রস্থাপনং গম্যতে, বহুলযজ্ঞাদি-প্রয়াসৈরপ্যনুৎপত্তেঃ। প্রজামাত্রস্যাশায়া নিবৃত্তস্যাপি ইদানীং যৎ প্রজা সমপদ্যত পরমোত্তমপুত্রত্বেন

২৪। দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্ত্তমানঃ পুনর্ভবঃ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্॥

২৪। **অন্বয় ঃ** অস্মিন্ সংসারচক্রে বর্ত্তমানঃ ভবান্ অদ্য দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) পুনর্ভবঃ (পুত্ররূপেণ পুনর্জাত ইব) উপলব্ধো (দৃষ্টঃ) যতঃ] প্রিয়দর্শনং দুর্লভম্।

২৪। **মূলানুবাদ ঃ** এই সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান্ আমার এ যেন ভাগ্যবশে পুনর্জন্মই হল। কারণ আজ আপনাকে প্রাপ্ত হলাম—প্রিয় দর্শন যে এ সংসারে দুর্লভ।

সম্পন্নতয়া জাতেত্যর্থঃ, এতদ্দিষ্ট্যা সোঽয়ং সিদ্ধান্তঃ সরস্বতীসম্বাদঃ, স্বমতে তু ছলেনৈব তথোক্তং সম্যগ-প্রাপ্যতেত্যেবার্থঃ; প্রজেত্যেব বা ছলোক্তিঃ সন্ততিমাত্রার্থত্বাৎ। অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্—অনেন তদভিপ্রায়া-জ্ঞানাদেব প্রজামাত্রাশা তস্য দর্শিতা; তস্য তু তাদৃশপ্রজায়া এবাশা প্রাগাসীৎ, ফলেন ফলকারণানুমানাৎ; অতএব দুর্ল্লভত্ব-জ্ঞাপনায় বিলম্বোঽপ্যভূৎ, তথা তস্য প্রবয়স্ত্বাদিকমপি তজ্জ্ঞাপনং তু পুত্রতাপন্নে শ্রীভগবতি স্নেহভরোদ্দীপনার্থম্। লোকে হি বয়োঽধিকস্যানপত্যস্য বহুপ্রযত্নেনাপ্যপ্রাপ্তাপত্যস্য, অতএব নিরাশস্যাকস্মা-দুৎপন্নে পুত্রোত্তমেঽত্যন্তস্নেহো দৃশ্যত ইতি॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবশে আপনার পুত্র হল—এখানে 'ভাগ্যবশে' বলার তাৎপর্য হল নন্দালয়ে প্রেরিত রহস্যদূতমুখে বসুদেব জানতেন বহু যজ্ঞাদি প্রয়াসেও নন্দের পুত্র হলো না—কাজেই বৃদ্ধ বয়সে এই পুত্রোৎপত্তি ভাগ্যবশেই হয়েছে, মানতে হবে। **প্রজাশয়া নিবৃত্তস্য**—সন্তান মাত্রেরও আশা নিবৃত্ত হয়ে গেলেও এখন এই যে **প্রজা সমপদ্যত**—পরমোত্তম ঐশ্বর্য-শালী পুত্র জন্মালো, ইহা ভাগ্যই বলতে হবে।—এই সিদ্ধান্তটি সরস্বতীদেবী কৃত। শ্রীবসুদেবের নিজ মতে তো ছলেই শ্রীনন্দকে এরূপ বলা হয়েছে তাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। বসুদেবের মনের কথা—সম্যক্+অপদ্যত অর্থাৎ 'প্রজা' পুত্র সম্যক্‌ভাবে পাওয়া হয় নি। অথবা, 'প্রজা' শব্দটাই ছলোক্তি, কারণ 'প্রজা' শব্দের অর্থ সন্তান - পুত্র কি কন্যা বুঝা গেল না।

এখানে এইরূপ বিবেচনীয়—শ্রীনন্দের হৃদ্গত অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রীবসুদেবের অজ্ঞানতা হেতুই তিনি 'নন্দের প্রজামাত্র আশা ছিল, এরূপ বলতে পারলেন। আসলে শ্রীনন্দের তো তাদৃশ প্রজা অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পাওয়ার আশা পূর্বেই ছিল। কারণ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমান করা যাচ্ছে। অতএব তাদৃশ পুত্রের দুর্লভতা জানবার জন্যই এই পুত্র-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলো। আর এইরূপেই নন্দের বৃদ্ধ অবস্থা প্রভৃতি এসে গেল, আরও এই যে দুর্লভতা জানানো, ইহা পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীভগ-বানে স্নেহভর উদ্দীপনার্থ এ-সংসারেও দেখা যায়, অধিক বয়স পর্যন্ত অপুত্রকজন বহু প্রযত্নেও পুত্র লাভ না করা দরুণ নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ যদি উত্তম পুত্র লাভ করে তবে সেই পুত্রে অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ে॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীক ঃ** প্রবয়সো বৃদ্ধস্য পুত্রো জাত ইত্যুক্তে মিথ্যোক্তিঃ কন্যেত্যুক্তে নন্দস্যা-প্রতীতিরতঃ প্রজেত্যপত্যবাচকশব্দপ্রয়োগঃ মৎপুত্রন্যাসং স্বকন্যা চৌর্য্যঞ্চ কথঞ্চিন্নন্দো জানাতি নবেতিশঙ্কয়াপি তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ॥ বি০ ২৩॥

২৫। নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা॥

২৫। অন্বয়ঃ স্রোতসঃ (নদীতরঙ্গস্য) ওঘেন (বেগেন) ব্যূহ্যমানানাং (নীয়মানানাং) প্লবানাং (তৃণকাষ্ঠাদয়ঃ) [তেষাং] যথা একত্রস্থিতির্নাস্তি তদ্বৎ) চিত্রকর্ম্মাণাং বিচিত্রং অদৃষ্টং যেষাং তেষাং সুহৃদাং একত্র প্রিয়সংবাসঃ ন (ন ভবতি)।

২৫। মূলানুবাদঃ হে প্রিয়! নদীর স্রোতবেগে চালিত তৃণকাষ্ঠাদির যেমন একত্র স্থিতি সম্ভবপর নয়, তেমনই বিচিত্র কর্মচঞ্চল সুহৃদ্বর্গের সদা একত্র স্থিতি সম্ভবপর নয়।

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রবয়সো ইত্যাদি-বৃদ্ধকালে এই যে আপনার পুত্র হয়েছে, এরূপ বললে মিথ্যা উক্তি হয়, আবার কন্যা হয়েছে এরূপ বললে নন্দের বিশ্বাস হবে না। অতএব 'সন্তান' বাচক 'প্রজা' শব্দ ব্যবহার করলেন বসুদেব। মদীয় পুত্র যশোদার শয্যায় স্থাপন এবং নিজ কন্যা চুরি, ইহা একটুও নন্দ জানে কি জানে না, এরূপ আশঙ্কা হেতুও **প্রজা**—সন্তান শব্দ ব্যবহার করা হল॥বি২৩॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অদ্য দিষ্ট্যা ভবানুপলব্ধঃ, যতঃ প্রিয়দর্শনং দুর্ল্লভম্। নন্বু মম তু ত্বদ্বশস্য ন দুর্ল্লভত্বং, তত্রাহ—পুনর্জাত ইব ভবানিতি। তচ্চ কুতঃ? সংসারচক্রে বর্ত্তমানঃ ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুসম্ভবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি' ইত্যত উক্তমিতি তেষামভিপ্রায়ঃ। যদ্বা, সংসারচক্রে বর্ত্তমানো ভবান্নস্মিন্নেব জন্মনি পুত্ররূপেণ পুনর্জাত ইব দিষ্ট্যোপলব্ধঃ; যতঃ প্রিয়মাত্রস্য দর্শনং দুর্ল্লভং, কিমুতৈতাদৃশানন্দযুক্তস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, দিষ্ট্যা ভদ্রং কথমস্মিন্ সংসারচক্রেঽস্য 'পুনর্ভবো জন্মৈব বর্ত্তমানঃ মমেত্যর্থাৎ, যতো ভবানস্য উপলব্ধো দৃষ্ট ইতি, তত্র হেতুর্দুর্ল্লভমিতি॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ বসুদেব নন্দকে বলছেন, অদ্য অদৃষ্টবশেই আপনাকে পেলাম—কারণ প্রিয় দর্শন দুর্লভ। নন্দের উত্তর, তোমার অধীন আমার দর্শনে তো দুর্লভতা কিছু নেই—বসুদেব, **পুনর্ভবঃ**—আপনি তো যেন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়ে এলেন। নন্দ, তাই বা কি করে হয়? বসুদেব, সংসারচক্রে বর্তমান যে জন, তার তো ক্ষণে ক্ষণেই মৃত্যু সম্ভব, তাই একথা বললাম।—'বন্ধুর জন্য বন্ধুর অনিষ্ট আশঙ্কা সব সময় লেগে থাকে' এরূপ মনোভাবেই কথাটা বললেন শ্রীবসুদেব। অথবা, সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান্ আপনি এই জন্মেই **পুনর্ভবঃ**—পুত্ররূপে যেন পুনর্জাত—ভাগ্যবশে আমার এরূপই উপলব্ধ হচ্ছে। কারণ প্রিয়মাত্রের দর্শনই দুর্লভ, এতাদৃশ আনন্দোৎফুল্ল প্রিয়জনের দর্শনের কথা আর বলার কি আছে?

অথবা, **দিষ্ট্যা**—ভাল ভাল, কি করে এই সংসার চক্রে আজ আমার সত্যই এক পুনর্জন্ম প্রাপ্তি হল, কারণ আজ আপনাকে দর্শন করলাম—এখানে হেতু দুর্লভতা॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ দিষ্ট্যেতি বন্ধনাদিক্লিষ্টস্য মম পুনর্ভবো বর্ত্তমানোঽয়ং পুনর্জন্মৈবাভূদিত্যর্থঃ। যতো ভবানুপলব্ধ ইত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তমহং ভবদনুপলম্ভান্মৃত ইবাসামিতি ভাবঃ॥ বি০ ২৪॥

২৬। কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধম্।
বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাস্সে ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ॥

২৬। অন্বয় ঃ ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ অধুনা যত্র আস্সে (তিষ্ঠসি) তৎ বৃহদ্বনং কচ্চিৎ (কিং) পশব্যং (পশুভ্যোহিতং) নিরুজং (রোগরহিতং) ভূর্য্যম্বুতৃণ বীরুধং (বহুজলতৃণাদিযুক্তং) [বর্ত্ততে]।

২৬। মূলানুবাদ ঃ অধুনা সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হয়ে যে স্থানে বাস করছেন, সেই বৃহদ্বন গোমহিষাদি পশুদের পক্ষে হিতকর তো? সেখানে কোনও রোগের প্রাদুর্ভাব তো নেই? আর জল তৃণলতা প্রাচুর্য রয়েছে তো?

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বন্ধনাদি ক্লিষ্ট আমার **দিষ্ট্যা**—যেন ভাগ্যবশে এ পুনর্জন্ম হল, কারণ আপনাকে আজ প্রাপ্ত হলাম। এতাবৎকাল পর্যন্ত আপনাকে প্রাপ্ত না হয়ে আমি মৃতবৎ ছিলাম, এইরূপ ভাব॥ বি০ ২৪॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ একত্র সংবাসঃ সদা স্থিতির্ন স্যাৎ, তত্র হেতুশ্চিত্রেতি। ব্যূহ্যমানানাং বিবিধং নীয়মানানাম্॥ 'বহ প্রাপণে'॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ন একত্র সংবাস—একত্র সদা স্থিতি হয় না। এ বিষয়ে কারণ—**চিত্রকর্মণাম্**—বিবিধ প্রকার কর্মব্যস্ততা। **ব্যূহ্যমানানাং**—নানা দিকে চালিত।

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বেবঞ্চেদাবামেকত্রৈব বসাবস্তত্রাহ নৈকত্রেতি। হে প্রিয়! ওঘেন শ্রোতসো বেগেন ব্যূহ্যমানানাং বিবিধং নীয়মানানাং প্লবন্তীতি প্লবাস্তৃণকাষ্ঠাদয়স্তেষাম্॥ বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তাই যদি হয় চলুন-না আমরা একত্রই বাস করি—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নৈকত্র ইতি। হে প্রিয়, স্রোতের বেগে চালিত তৃণ কাষ্ঠাদির যেমন একত্র স্থিতি হয় না তেমনি আমাদের একত্র স্থিতি সম্ভব নয়॥ বি০ ২৫॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নিরুজং নীরুজং, হ্রস্বত্বং ছন্দোঽনুরোধাৎ, রুজাশব্দশ্চায়ং টাবন্তঃ। অধুনা যত্রাস্সে ত্বম্ ইতি, পশূনাং সুখানুসারেণ শ্রীমথুরামণ্ডলে কদাচিৎ কস্মিংশ্চিদ্বনে স্থিতেঃ, যদ্বাধুনৈতস্য পূর্ব্বার্দ্ধে সর্ব্বৈরপি পদৈরন্বয়ঃ। বিশেষতস্তদানীং তত্তদপেক্ষয়া সুহৃদ্ভির্বৃত ইতি তত্রাপি তত্তদ্গুণানাং বহুদেশব্যাপিতাপেক্ষত ইতি ভাবঃ॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অধুনা যত্র আসসে ত্বম্ ইতি—অধুনা আপনি যে স্থানে আছেন,—একথা বলার হেতু, পশুদের সুখানুসারে শ্রীমথুরামণ্ডলের মধ্যে যখন যে স্থানে থাকা সুবিধা সেই স্থানে তাঁরা থাকেন। অথবা, 'অধুনা' পদটি প্রথম চরণের সব বাক্যের সহিতই অন্বয় করে অর্থ হবে—বাসস্থান নির্বাচনে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, জল, খাদ্যবস্তু ইত্যাদির অপেক্ষা তো সব সময়েই থাকে, বিশেষতো **অধুনা**—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইসবের অপেক্ষা তো খুবই প্রয়োজনই হয়ে উঠেছে। **সুহৃদ্ভিঃ ইতি**—বন্ধু বান্ধবের দ্বারা পরিবৃত থাকায় বহুলোকের সমাবেশ, কাজেই এই সব সুখ সুবিধা বহুস্থান ব্যপি হওয়াই প্রয়োজন, এইরূপ ভাব॥ জী০ ২৬॥

২৭। ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ॥

২৭। অন্বয় ঃ হে ভ্রাতঃ! মাত্রা (রোহিণ্যা) সহ মম সুতঃ (বলদেবঃ) ভবন্তং তাতং (পিতরং) মন্বানঃ (মন্যমানঃ) ভবদ্ভ্যাম্ উপলালিতঃ (নিজপুত্রবৎ লালিতঃ সন্) ভবদ্ব্রজে কচ্চিৎ (কুশলী বর্ত্ততে)॥

২৭। মূলানুবাদ ঃ শোন ভাই! আপনাকে পিতা জ্ঞান করত এবং আপনাদের দ্বারা পুত্রবৎ লালিত হয়ে আমার পুত্রটি তার মা রোহিণীর সহিত আপনার ব্রজে কুশলে আছে তো?

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পশুভ্যো হিতং পশব্যম্। নিরুজং নীরুজং হ্রস্বত্বং ছন্দোঽনুরোধাৎ। রুজা টাবন্তঃ॥ বি০ ২৬॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পশব্যং—পশুগণের পক্ষে হিতকর তো। **নিরুজং** - ছন্দ অনুরোধে বানানে হ্রস্ব 'ই' কার দেওয়া আছে॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উপলালিতো নিজপুত্রবল্লালিতো যঃ, স কচ্চিৎ কুশলী বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, কিং ভবন্তং তাতং মন্যমানো ভবতি ইতি স্নেহং বর্দ্ধয়তি, বস্তুতস্তু জাতমাত্রস্য তদ্ভাবো ন সম্ভবেৎ, দর্শনযোগয়োঃ সম্ভবাদিত্যনেনৈব সম্বন্ধঃ। যদ্বা, ভবদ্ব্রজে কিমাস্তে, কিং কংসভয়াদিনাঽন্যত্র ন গতোঽস্তীতি ভাবঃ। মম সুত ইতি পুরৈব শ্রীবসুদেবেন তজ্জন্মনোঽপি শ্রবণাৎ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'প্রাগেব বসুদেবস্তু ব্রজে শুশ্রাব রোহিণীম্। প্রজাতাং পুত্রমেবাগ্রে চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—প্রজাতাং জনিতবতীম্, অগ্রে শ্রীনন্দনন্দনজন্মতঃ পূর্ব্বমিতি তয়োর্জন্ম চ প্রায়ঃ সমকালমেব জ্ঞেয়ম্। তথা চ তত্রৈব তদানীং শ্রীবসুদেবোক্তৌ—'বর্দ্ধমানাবুভাবেতৌ সমানবয়সৌ যথা। শোভেতাং গোব্রজে তস্মিন্ নন্দগোপ তথা কুরু॥' ইতি অতএব তয়োর্যুগপদ্ভিঙ্গণাদি-লীলা বক্ষ্যতে॥ জী০ ২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ উপলালিতঃ—নিজপুত্রবৎ লালিত যে-বলরাম, সে **কচ্চিৎ**—মঙ্গল মতো আছে তো? [শ্রীসনাতন ঃ **তাতং ইত্যাদি**—আপনাকে পিতা বলে জানে কি? —আপনার চিত্তে স্নেহ-সঞ্চার করে কি?] অথবা, আপনার চিত্তে স্নেহ উচ্ছলিত করে উঠায় কি? বস্তুতস্তু শুধু জন্মাবার গুণেই সেই ভাব সম্ভব নয়, কারণ দর্শন-স্পর্শনের অপেক্ষা আছে, এর দ্বারাই পিতাপুত্র সম্বন্ধ গাঢ় হয়। অথবা, **কচ্চিৎ ভবৎব্রজে**—আপনার ব্রজেই কি আছে, কি কংসভয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে? শ্রীবসুদেবের **মমসুত ইতি**—'আমার সুত' এরূপ বাক্যে বোঝা যাচ্ছে, তিনি পূর্বেই বলরামের জন্মের কথা জানতেন। শ্রীহরিবংশে—"কৃষ্ণজন্মের পূর্বেই শ্রীবসুদেব ব্রজে গর্ভবতী রোহিণী থেকে চন্দ্রশুভ্রতর মুখ এক পুত্র লাভ করেছেন।"এর থেকে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণজন্মের পূর্বেই বলদেবের জন্ম—প্রায় সমকালেই দুজনের জন্ম। আরও সেখানেই শ্রীবসুদেবের উক্তি—"হে নন্দ! আপনি সেইরূপ করুন, যাতে সেই গোকুলে সমান বয়সী বর্ধমান রামকৃষ্ণ উভয়ে শোভা পায়।" অতএব তাঁদের দুজনের যুগপৎ হামাগুড়ি আদি লীলা দেখা যায়॥ জী০ ২৭॥

২৮। পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে॥

২৮। অন্বয় ঃ পুংসঃ ত্রিবর্গঃ (ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং বর্গঃ) সুহৃদো (স্ত্রীপুত্রাদীন্ প্রতি) অনুভাবিতঃ (সম্পাদিতঃ) বিহিতঃ (শাস্ত্রানুমতঃ) হি (অতঃ) তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গঃ অর্থায় (সুখায়) ন কল্পতে।

২৮। মূলানুবাদ ঃ স্ত্রীপুত্রাদিকে লক্ষ্য করে 'ধর্ম-অর্থ-কাম' এই ত্রিবর্গ সম্পাদন করাই জীব মাত্রের পক্ষে বিহিত শাস্ত্রবিধান। সুহৃদ্‌গণ ক্লেশপ্রাপ্ত হলে এই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না।

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মম সুতঃ সুখং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। মন্বান ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যান্মন্যমান ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মমসুত ক্বচিৎ**—আমার পুত্র সুখে আছে তো। **মন্বান**—আপনাকে পিতা জ্ঞান করে কি?॥ বি০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং মিত্রপুত্রাদীনামপি পালনাদিনা ভবতঃ পরমকৃতার্থতা বৃত্তৈব, অহন্ত্বধুনা ধনাদিমানপি পুত্রকলত্রমিত্রাদি-দুঃখেনাকৃতার্থ এবেত্যাহ—পুংস ইতি; পুংমাত্রস্য শ্লেষেণ তদেব পৌরুষমিতি ভাবঃ। হি এব অনুভাবিত এব ক্লিশ্যমানেষু ক্লেশং প্রাপ্নুবৎসু, অর্থায় সুখায় ন কল্পতে, কিন্তু দুঃখায়ৈবেত্যর্থঃ। তেষাং ক্লেশে সতি ধর্ম্মস্যাপ্যনাদরণীয়ত্বাৎ। 'বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ'॥ ইতি স্মৃতেঃ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে মিত্রপুত্রাদিরও পালনাদির দ্বারা আপনার পরমকৃতার্থতা সাধিত হচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি তো অধুনা পুত্রকলত্রমিত্রাদির দুঃখ দূর করতে একেবারেই অপারগ। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পুংস ইতি। **পুংস**—জীব মাত্রেরই, অর্থান্তরে 'পুংস' শব্দের ধ্বনি, ইহাই পুরুষাকার। **হ্যনুভাবিত**—'হি' এব - সম্পাদিত ত্রিবর্গই। **ক্লিশ্যমানেষু**—সুহৃদ্‌বর্গ ক্লেশ পেতে থাকলে। **অর্থায়**—(ত্রিবর্গ) সুখের বিষয় **ন কল্পতে** - হয় না—কিন্তু দুঃখের বিষয়ই হয়ে থাকে। কারণ এদের ক্লেশ হলে, ধর্মেরও অনাদর করা হয়, কারণ মনু বলেছেন,"শত শত অপকার্য করেও বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বীভার্যা এবং শিশুকে পালন করা কর্তব্য"॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মম তু গৃহাশ্রমো বিফল এবেত্যাহ। পুংসঃ সুহৃদঃ স্ত্রীপুত্রাদীন্ অনুলক্ষ্যীকৃত্য ত্রিবর্গঃ শাস্ত্রেণ বিহিতঃ ভাবিতঃ স্বকর্ম্মভির্নিষ্পাদিতস্তেষু সুহৃৎস্বিতি। স্ত্রীপুত্রয়োর্মদ্বিচ্ছেদাৎমম চ পুত্রলালনাদিসুখানবাপ্ত্যা ন অর্থায় ন প্রয়োজনায়॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আমার তো গৃহস্থাশ্রম বিফলই হল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পুংস ইতি। **পুংস**—জীব মাত্রের পক্ষে। **সুহৃদঃ** স্ত্রীপুত্রাদিকে **অনু** লক্ষ্য করে। ত্রিবর্গ যা শাস্ত্রে বিহিত, তা **ভাবিত**-নিজের কর্মের দ্বারা নিষ্পাদিত করাই শাস্ত্রের বিধান। **তেষু**—সুহৃদ্‌দের (ক্লেশ হলে)।

শ্রীনন্দ উবাচ।

২৯। অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা॥
৩০। নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥

২৯। **অন্বয় ঃ** নন্দ উবাচ—অহো! কংসেন তে দেবকীপুত্রাঃ বহবঃ হতাঃ একা অবরজা (সর্ব্বান্তে জাতা) কন্যা অবশিষ্টা সা অপি দিবং (স্বর্গং) গতা (স্বয়মেব উড্ডীয় সশরীরং গতা)।

৩০। **অন্বয় ঃ** নূনং হি জনঃ অদৃষ্টনিষ্ঠঃ অদৃষ্ট পরমঃ এবং অদৃষ্টং (দৈবমেব) আত্মনঃ তত্ত্বং (সুখ-দুঃখ কারণং) য বেদ (জানাতি) সঃ ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্তো ন ভবতি)।

২৯। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীনন্দমহারাজ বললেন—হায় হায় দেবকীর গর্ভজাত তোমার বহুপুত্র কংস হত্যা করেছে। অবশেষে একটি কন্যা হল, সেও আকাশে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** মানুষের সুখ দুঃখের পক্ষে অদৃষ্টই শেষ ও প্রধানতম কথা। এইরূপে অদৃষ্টকেই সুখ দুঃখের কারণ বলে যে জানে, সে মোহ প্রাপ্ত হয় না।

স্ত্রীপুত্রাদিরসহিত আমার বিচ্ছেদ হেতু তাদের ক্লেশ হওয়ায় এবং আমারও পুত্রলালনাদি সুখপ্রাপ্তি না হওয়ায় ত্রিবর্গ কোনও প্রয়োজন সাধক হচ্ছে না, কাজেই আমার গৃহস্থাশ্রম বিফল হল, এরূপ ভাব॥ বি॰ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** ভবতা যদ্ব্রজক্ষেমং পৃষ্টং তদপ্যস্ত্যেব, বয়ন্তু তদ্দুঃখেন তদপি কথয়িতুং ন শক্নুম ইতি ব্যঞ্জয়ংস্তমেবানুশোচতি; অহো ইতি খেদে॥ জী॰ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** তুমি যে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করলে, তা অবশ্য আছে,—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যে দুঃখ, তার বিহ্বলতায় আমরা তা বলবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি—এইরূপ ভাব প্রকাশার্থে বসুদেবের জন্য অনুশোচনা করা হচ্ছে—অহো ইতি॥ জী॰ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ত্বৎপৃষ্টং মদ্ব্রজে ক্ষেমমস্তীতি কিং ব্রবীমি যদহং ত্বদ্দুঃখেনৈব মহা-দুঃখীত্যাহ, অহো ইতি। ততশ্চ মৎপুত্রন্যাসাদিকমস্য ন বিদিতমিতি জ্ঞাত্বা বসুদেবো গতাশঙ্কোঽন্তরানন্দিতো বভূবেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি॰ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তুমি আমার ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করলে, এর কি-বা উত্তর দিব? কারণ আমি তোমার দুঃখেই মহাদুঃখী হয়ে আছি—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অহো ইতি। নন্দের কথা শুনে বসুদেবের মনের ভাব হল—অহো ইনি দেখছি-'আমার পুত্রকে যশোদার শয্যায় স্থাপনের কথা জানেন না।' এইরূপ বুঝতে পেরে বসুদেব গতশঙ্ক হয়ে আনন্দিত হলেন॥ বি॰ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** সান্ত্বয়তি—নূনং নিশ্চয়ে, হি এব অদৃষ্টনিষ্ঠ এব, ন মুহ্যতি মোহেন শোকং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র ন ভবন্তি অদর্শনং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। মৃতানামপীতি জমদগ্নি

সত্যবদাদৌ দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। তস্মাদিত্যাদিকং স্বস্যৈব মত্যনুসারেণ, ন তু শ্রীমন্নন্দস্যেতি ন রসভঙ্গঃ। সত্য-পীত্যস্য দর্শনযোগয়োঃ সম্ভবাদিত্যনেনৈব সম্বন্ধঃ। যদ্বা, অদৃষ্টাদেব নিষ্ঠা মরণং যস্যেতি তব তৎপুত্রাণাঞ্চ তাদৃশাদৃষ্টত্বাত্তে মৃতা ইত্যর্থঃ। নন্থ তর্হি অজন্মৈব বরং, তত্রাহ—অদৃষ্টমেব পরমং জন্মকারণং যস্যেতি। এবঞ্চ পরস্পরসংবাদো মনুষ্যলীলয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীনন্দ বসুদেবকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—**নূনং**—নিশ্চয় অর্থে। **হি**—এব। জীবমাত্র অদৃষ্টনিষ্ঠই। **ন মুহ্যতি**—মোহবশে শোক পায় না। [স্বামিপাদ ঃ জীব মাত্রই অদৃষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ জীবের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অদৃষ্টই শেষ কথা। যত দিন অদৃষ্টে পুত্রাদি সুখ থাকে ততদিনই পুত্রাদি থাকে—এই অদৃষ্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হলে 'ন ভবন্তি' পুত্রাদি আর থাকে না অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে পড়ে। **অদৃষ্ট পরমঃ**—তথা অদৃষ্টই 'পরমং' শেষ কথা হওয়ায় পুত্রাদির বিয়োগ হলেও অদৃষ্টই পুনরায় এনে মৃত পুত্রাদিকে মিলিয়ে দেয়—এইরূপে যে অদৃষ্টকেই আপন সুখ-দুঃখের অব্যভিচারি কারণ বলে জানে, সে আর কিছুতেই মোহ প্রাপ্ত হয় না, অতএব তুমি এখন আর দুঃখ ভাবনা মনে স্থান দিও না, কারণ 'মৃতানামপি' মৃত হলেও এবং বিরহ হলেও কালান্তরে দর্শন-মিলন সম্ভব। আমাদের পুত্রাদিরও মৃত্যু-বিরহ হলেও কালান্তরে তাঁদের সহিত দর্শন-মিলনের সম্ভাবনা রয়েছে—এইরূপে নন্দের মুখে দৈববাণী হল, যা ভবিষ্যতে ফলে যাবে]। স্বামিপাদের টীকার বিশ্লেষণ—'না ভবন্তি' পদের অর্থ 'অদৃশ্য হয়ে পড়ে' এবং 'মৃতানামপি'—মৃতদেরও অদৃষ্টবশে পুনরায় যে দর্শন মিলে সে সম্বন্ধে জমদগ্নি-সত্যবানই প্রমাণ। আরও 'অতএব তুমি এখন আর' ইত্যাদি কথা যা বলা হল, তা বসুদেবের মতানুসারেই, ইহা নন্দের নিজের মত নয়, কাজেই রসভঙ্গ হচ্ছে না। 'সত্যপি ইতি' এই পদের সঙ্গে অন্বয় হবে 'দর্শন যোগয়োঃ সম্ভবাৎ' অর্থাৎ দর্শন-মিলন যেহেতু সম্ভব, তাই আমাদেরও কালান্তরে মিলন হবে॥ জী০ ৩০॥

অথবা, **অদৃষ্টনিষ্ঠো**—অদৃষ্টবশেই 'নিষ্ঠা' মরণ হয় জীবের, কাজেই তোমার সেই ছয়টি পুত্রের তাদৃশ অদৃষ্ট ছিল বলেই তারা মরে গেল। আচ্ছা তা হলে তো তাদের জন্ম না হলেই ভাল হত, এরই উত্তরে **অদৃষ্টপরমো**- অদৃষ্টই 'পরম্' জন্মকারণ জীবের (কাজেই জন্ম রোধ তুমি করবে কি করে)। এই-রূপ পরস্পর যে আলাপ, তা মনুষ্যলীলাতেই, এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভো ভ্রাতরয়ং দুষ্পারোঽপি বিপৎসিন্ধুর্বিবেক-পোতেনৈব তীর্য্যতা-মিত্যাহ নূনমিতি। অদৃষ্ট এব নিষ্ঠা সমাপ্তির্যস্য সঃ। যদৈব পুত্রাদিসুখপ্রদম দৃষ্টং হীয়তে তদৈব পুত্রাদয়ো ন ভবন্তীত্যর্থঃ। অদৃষ্টমেব পরমং মৃত বিযুক্তপুত্রাদীনামপি সঙ্গমকারণং যস্য সঃ। এবমদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদিতি ত্বত্তুল্যঃ কোঽন্যো বিবেকীতি তব মাস্তু মোহ ইতি ভাবঃ॥ বি০ ৩০॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শোন হে ভাইটি! এই বিপদ সিন্ধু দুষ্পার হলেও বিবেকরূপ নৌকার সাহায্যে পার হয়ে যাও। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নূনং ইতি। মানুষ অদৃষ্টনিষ্ঠ, অদৃষ্টই তার পক্ষে শেষ কথা। যখন পুত্রাদি সুখপ্রদ হওয়া-রূপ অদৃষ্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন পুত্রাদি আর থাকে না। মানুষের অদৃষ্টই প্রধানতম নিয়ন্তা—অদৃষ্টই মৃত অতএব ছেড়ে যাওয়া পুত্রাদির পুনরায় সঙ্গম ঘটিয়ে দেয়। এইরূপে

শ্রীবসুদেব উবাচ।

৩১। করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে॥

৩১। অন্বয় ঃ শ্রীবসুদেব উবাচ—বঃ (যুষ্মাভিঃ) রাজ্ঞে (কংসায়) বার্ষিকঃ করঃ দত্ত বয়ঞ্চ দৃষ্টাঃ [অতঃ] ইহ বঃ (যুষ্মাভিঃ) বহুতিথং (বহুদিনং) ন স্থেয়ম্ [যতঃ] গোকুলে উৎপাতাশ্চ সন্তি।

৩১। মূলানুবাদ ঃ শ্রীনন্দের কথায় দুঃখ ছেড়ে দিয়ে শ্রীবসুদেব বললেন—হে প্রিয় ভাই, আপনারা রাজাকে বার্ষিক করে দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ হল। এখন আর বেশী সময় এখানে থাকবেন না, গোকুলে নানা উৎপাত উপস্থিত হয়েছে।

অদৃষ্টকেই সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলে যে জানে, তার তুল্য কে আর অন্য বিবেকী আছে। তোমার মোহ না-হউক॥ বি০ ৩০॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ 'অহো তে দেবকীপুত্রাঃ' (শ্রীভা০ ১০।৫।২৯) ইত্যাদি শ্রীনন্দোক্ত্যা লোকেষু পুত্রপরিবর্ত্তনজ্ঞানাদি-শঙ্কা-নিবৃত্তেঃ পরমহৃষ্টঃ শ্রীবসুদেবস্তং প্রতি সমাগমমূলমুপদিশতি—কর ইতি। বো যুষ্মাভিঃ করো দত্ত এব, বয়ঞ্চ দৃষ্টা এব, তস্মাদ্বো যুষ্মাভির্মহাধনিত্বেন বিখ্যাতৈরিহ লুব্ধস্যাস্য সমীপে বহুতিথং চিরকালং ন স্থেয়ম্। অতএব ব ইতি পৌনরুক্ত্যং, ব ইতি বহুত্বং গৌরবাৎ, তৎসঙ্গিসংগ্রহাদ্বা, বয়মিতি চ তদ্দর্শনেনাত্মনো বহুমানাৎ, ব ইতি পৌনরুক্ত্যং ভিন্নবাক্যত্বাদদোষায়। যদ্বা, বো যুষ্মদীয়া বয়ং ত্বৎস্নেহেন দিনকতিপয়তিষ্ঠাসুং তং প্রত্যাহ—বহুতিথম্ অত্র রাজধান্যাং ন স্থেয়ম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্নৃপতেঃ করঃ। যদর্থমাগতাস্তস্মান্নাত্র স্থেয়ং মহাধনৈঃ॥' ইতি। করো বৈ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, বহুতিথমিতি পূরণপ্রত্যয়ে ডটি তিথুগাগমাৎ 'বহু-গুণ-পূগ-সংঘস্য তিথুকম্' ইত্যনেন, ততো বহুতিথং যথা স্যাৎ তথা ন স্থেয়মিতি লব্ধে বহূনাং পূরণী যা স্থিতিঃ, সা নানুষ্ঠেয়া ইত্যর্থে চিরকালং ন স্থেয়ম্, ইত্যেব বিবক্ষিতম্; তথাপি নিজসঙ্গসুখাপেক্ষয়া শীঘ্রমজিগমিষুমিবালক্ষ্য ভায়য়তি—সন্তীতি॥জী০॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কংস-হস্তে তোমার বহুপুত্র হত্যার পর হে বসুদেব! দেবকী থেকে তোমার একটি মাত্র কন্যা অবশেষ, তাও অহো আকাশে চলে গেল,—(ভা০ ১০।৫।২৯), শ্রীনন্দের এরূপ কথায় নিজপুত্র পরিবর্তনের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার ভয় নিবৃত্ত হয়ে গেলে বসুদেব পরম হৃষ্ট হয়ে নন্দের প্রতি যা বলতে এসেছিলেন, সেই মূল কথা উপদেশ করতে আরম্ভ করলেন—কর ইতি। **বো বার্ষিক ইতি**—আপনাদের যখন বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল—তখন আর মহাধনী বলে বিখ্যাত আপনার এখানে লুব্ধ কংসের নিকট বেশী দিন থাকা ঠিক হবে না। একথার পরও নিজসঙ্গের লোভে শীঘ্র না যাওয়ার ভাব লক্ষ্য করে ভয় দেখিয়ে বললেন—**সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে**—গোকুলে নানাবিধ উৎপাত হচ্ছে॥ জী০ ৩১॥

শ্রীশুক উবাচ।

৩২। ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ।
অনোভিরনড়ুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে নন্দবসুদেবসঙ্গমো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

৩২। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—শৌরিণা (বসুদেবেন) ইতি প্রোক্তাঃ নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তং (বসুদেবং) অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞামাদায়) অনড়ুদ্‌যুক্তৈঃ (বৃষযোজিতৈঃ) অনোভিঃ (শকটৈঃ) গোকুলং যযুঃ॥

৩২। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—বসুদেব এইরূপ বললে নন্দাদি গোপগণ তাঁর অনুমতি নিয়ে বৃষ-যোজিত শকটে আরোহণ পূর্বক গোকুলে ফিরে গেলেন।

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ জ্ঞাততত্ত্বো বসুদেবো যদ্বক্তুমাগতস্তদাহ কর ইতি। বৈ নিশ্চিতং বো যুষ্মাভিঃ। বহুতিথং চিরকালম্॥ বি০ ৩১॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নন্দের মুখে তত্ত্ব কথা জানবার পর এবার যা বলতে এসেছিলেন বসুদেব তাই বলতে আরম্ভ করলেন—কর ইতি। **বৈ**—নিশ্চয়ে। **বো**—যুষ্মাভিঃ—আপনাদের দ্বারা। **বহুতিথং**—বেশী দিন॥ বি০ ৩১॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ প্রকর্ষেণ ন্যায়দর্শনাদিনোক্তাঃ অনড্‌বাহঃ অনোবহন-সমর্থাঃ মহাবৃষভাস্তদ্‌যুক্তৈরতিশীঘ্রগমনার্থং তমনুজ্ঞাপ্য তদনুজ্ঞামাদায় গোকুলং যযুঃ প্রতস্থিরে॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রোক্তাঃ—বসুদেব ন্যায়-দর্শনাদি যুক্তি দেখিয়ে 'প্র' ভাল ভাবে বুঝিয়ে বললেন। **অনড্‌বাহঃ** শকট বহনে সমর্থ মহাবৃষভ শকটে জুরে দিলেন অতি শীঘ্র গমনের জন্য। **তমনুজ্ঞাপ্য**—বসুদেবের আদেশ নিয়ে গোকুলে গেলেন॥ জী০ ৩২॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।